রাঁচি, শুক্রবার
07:04:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>175 >>23 Chaitra 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৭৫ >><< ২৩ শে, চৈত্র ১৪২৯>>

ভারতে অ্যাপল স্টোর চালু হচ্ছে

মুম্বই ঃ ভারতে প্রথমবারের মতো রিটেল স্টোর খুলতে যাচ্ছে অ্যাপল। চলতি মাসেই মুম্বইয়ে এটি চালু হতে পারে বলে জানিয়েছে রয়টার্স। ২০২১ সালে এটি খোলার পরিকল্পনা থাকলেও করোনার কারণে সম্ভব হয়নি। ২০২০ সালে বিশ্বের দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় স্মার্টফোন বাজার ভারতে অনলাইন রিটেল স্টোর চালু করেছিল অ্যাপল। তবে উচ্চমূল্যের কারণে ভারতের স্মার্টফোন বাজারের মাত্র তিন শতাংশ অ্যাপলের দখলে আছে। অ্যামাজন, মার্কিন রিটেল চেইন ওয়ালমার্টের ফ্লিপকার্টসহ আরও কয়েকটি রিসেলারের মাধ্যমে ভারতে অ্যাপল পণ্য বিক্রি হচ্ছে। অ্যাপলের আইফোন প্রস্তুতকারী কোম্পানি তাইওয়ানের 'ফক্সকন' ও 'উইস্ট্রন কর্পোরেশন' আইফোন অ্যাসেম্বলের কিছু কাজ ভারতে করে থাকে। এছাড়া আইপ্যাড ও এয়ারপড অ্যাসেম্বলের কিছু কাজ ভারতে করার পরিকল্পনা করছে অ্যাপল।

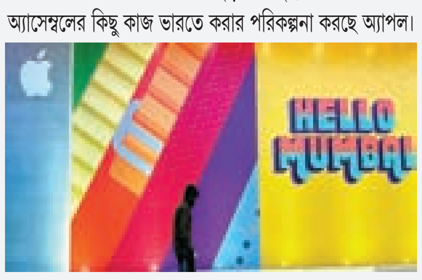

বাজার দর
SENSEX : 59832.97 +143.66
NIFTY : 17599.15 +42.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
34.00 °c	21.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.06 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.35 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

তাইওয়ানের সীমানায় চীনের রণতরী, যুদ্ধবিমান

তাইওয়ান ঃ তাইওয়ানের সীমানায় তিনটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি যুদ্ধবিমান পাঠালো চীন। তাইওয়ানের সীমানায় আবার রণতরী পাঠালো চীন। মোট তিনটি রণতরী পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে দুইটি এয়ারক্র্যাফট কেরিয়ার। একটি এয়ারক্র্যাফট কেরিয়ার তাইওয়ানের পূবদিকে এসেছে। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, তাদের তটভূমির দুইশ নটিক্যাল মাইল দূরে রয়েছে এই চীনা রণতরী। আর তাইওয়ান খাঁড়ির কাছে চীনের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট কেরিয়ার মহড়া শুরু করেছে। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, একটি চীনা যুদ্ধবিমানকেও তাদের সীমানায় দেখা গেছে। তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েন এখন অ্যামেরিকা সফর করছেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থির সঙ্গে বৈঠক করেছেন সাই। দুই নেতা যখন রোন্যাল্ড রেগন প্রেসিডেন্সিয়াল লাইব্রেরি ভবনে আলোচনার জন্য ঢুকছেন, তখন সেখান দিয়ে একটা ছোট বিমান উড়ে যাচ্ছিল। তাতে ঝুলছিল একটা ব্যানার। তাতে লেখা 'এক চীন। তাইওয়ান চীনের অংশ'। এরপরই তাইওয়ানে চীনের যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমানকে দেখা যায়। সাই খুব বড় বিবৃতি দেননি। তিনি বলেন, তাইওয়ান এখন সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে অ্যামেরিকা তাদের পাশে থাকায় তিনি কৃতজ্ঞ। সাইয়ের অ্যামেরিকা সফরের সময়টাও গুরুত্বপূর্ণ। তাইওয়ান নিয়ে চীন এখন তাদের তৎপরতা বাড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এই সফর যথেষ্ট তৎপর্যপূর্ণ। এর আগেও যখন তাইওয়ান বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছিল, তখন সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পাওয়েল তাইওয়ান সফর করেছিলেন। তার সফরের পরেই চীন তাইওয়ানের চারপাশ ঘিরে সামরিক মহড়া করে। ম্যাকার্থি বলেছেন, তাইওয়ান বরাবরই অ্যামেরিকার বড় বন্ধু। দুই দেশের মানুষ একসঙ্গে গণতন্ত্র, অর্থনীতি, স্বাধীনতা, শান্তি ও স্থায়িত্ব বজায় রেখে তা আরো আগে বাড়ানোর চেষ্টা করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। তার মতে, এই দুই দেশের বন্ধুত্ব মুক্ত দুনিয়ার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাই বলেছেন, অ্যামেরিকা তাদের পাশে থাকায়, তাইওয়ানের কখনো একা লাগে না, একঘরে মনে হয় না। চীন এই সফর নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। সরকারি সংবাদমাধ্যম শিনহুয়ার রিপোর্ট বলছে, চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য চীন যে কোনো পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। অ্যামেরিকা ও তাইওয়ানের মধ্যে যোগসাজশ রয়েছে, তা সাইয়ের সফর থেকে স্পষ্ট হয়েছে। চীনের দাবি, তাইওয়ান তাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠছে জার্মানি!

বার্লিন ঃ বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, বছরের শেষে শূন্য দশমিক দুই শতাংশ বাড়তে পারে জার্মান অর্থনীতি।

ইউক্রেন যুদ্ধ এবং তার আগে কোভিডের জেরে ইউরোপে সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক মন্দা তৈরি হয়েছে। বহু দশক পর জার্মানিও অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কা করেছিল। বস্তুত, আগামী অর্থবর্ষে জার্মানিতে মন্দা থাবা বসাতে পারে আগেই সতর্ক করেছিলেন অর্থনীতিবিদেরা। কিন্তু, সাম্প্রতিক অঙ্ক বলছে, শেষপর্যন্ত জার্মানিতে মন্দা না ও আসতে পারে। সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেতে পারে জার্মান অর্থনীতি। তবে মুদ্রাস্ফীতি থাকবে। ২০২২ সালের শেষে জার্মানির মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল ছয় দশমিক নয় শতাংশ। চলতি বছরে তা ছয় শতাংশে নামতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মোট চারটি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে জার্মানির অর্থনৈতিক মন্দা নিয়ে কাজ করছে। তাদের যৌথ গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে।

গত শীতে জার্মানি প্রবল মন্দার আশঙ্কা করেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, ততটা মন্দা হয়নি। এবং এর জন্য জার্মান সরকারের কয়েকটি পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হলো ২০০ বিলিয়ন ইউরোর রিলিফ প্যাকেজ। ওই প্যাকেজ ঘোষণা পর তেল এবং গ্যাসের দামের উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এতেই অর্থনীতি সামান্য হলেও চাঙ্গা হয়। যার রেশ এখন দেখা যাচ্ছে। মনে করা হচ্ছে মন্দা কাটিয়ে অর্থনীতি শূন্য দশমিক দুই শতাংশ বাড়তে পারে। চীনও করোনাকালে বহু নিয়ম জারি করেছিল। ফলে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কেও সমস্যা হয়েছিল। গত কয়েকমাসে চীন বহু নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হচ্ছে। বস্তুত, ২০২৪ সালে জার্মান অর্থনীতি আরো অনেকটাই চাঙ্গা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৪-এ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এক দশমিক পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারবে।

অ্যামেরিকাতেও মন্দার ছায়া। তারই মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধে বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে। ফলে সেখানেও আগামী বছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগে। তারই মধ্যে জার্মানির এই বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, জার্মান কারখানাগুলিও অতিরিক্ত অর্ডার পেতে শুরু করেছে। জার্মান অর্থনীতিকে যা আরো শক্ত করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

দ্রব্যমূল্যে কোম্পানিগুলোর অতিরিক্ত মুনাফার ভূমিকা

নিউ ইয়র্ক ঃ করোনা মহামারি এখন আর নেই, পণ্য সরবরাহে ইউক্রেন যুদ্ধও আর বড় বাধা নয়, তাহলে দ্রব্যমূল্য এখনো কেন এই পর্যায়ে?

নীতিনির্ধারকদের মতে, দ্রব্যমূল্য এখন বাড়ছে মূলত কর্পোরেটদের বেশি লাভের কারণে। লাভের হার সাধারণের আয়বৃদ্ধির চেয়ে বেশি হওয়ায় নাভিশ্বাস উঠছে জনজীবনে।

গত ফেব্রুয়ারিতে এই প্রবণতা লক্ষ্য করে জো বাইডেনও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। ভোক্তারা যখন দ্রব্যমূল্যের চাপে পিষ্ট, ঠিক তখনই তেল কোম্পানিগুলো জানায় ২০২২ সালে রেকর্ড মুনাফা হয়েছে তাদের। বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল ও গ্যাস কোম্পানি এক্সনমোবিল-এর ওই সময়ে ৫৬ বিলিয়ন ডলার (৫১ বিলিয়ন ইউরো) মুনাফা হয়েছিল। চরম জনদুর্ভোগের সময়ে কোম্পানিগুলোর অতিরিক্ত মুনাফার ওই আস্ফালনকে তখন 'ভীষণ আপত্তিকর' বলেছিল হোয়াইট হাউস । ইউরোপেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তখন। একই মুদ্রা (ইউরো) চলে এমন দেশগুলোতে অনেক ভোগ্যপণ্যের মূল্য গত মার্চেও ২০২২ সালের মার্চের তুলনায় ৬.৯ বেশি ছিল।

করোনা মহামারির কারণে প্রায় সারা বিশ্বেই যখন লকডাউন চলছে, পণ্য সরবরাহ ভয়াবহভাবে ব্যাহত হয়েছিল তখন। মহামারি নিয়ন্ত্রণে আসায় পণ্য সরবরাহে স্বাভাবিকতা ফিরতে থাকে। কিন্তু রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা শুরু করায় আবার দেখা দেয় বিপর্যয়।

বিশেষ করে জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের দাম বাড়তে থাকে অস্বাভাবিক হারে। বেশ কিছু উদ্যোগের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানি এবং খাদ্যপণ্যের মূল্যের উর্ধ্বগতিও কিছুটা নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মূল্যহ্রাস যতটা হওয়া স্বাভাবিক, ততটা হচ্ছে না। নীতিনির্ধারকরা বলছেন, এর অন্যতম কারণ বড় বড় কোম্পানির উচ্চহারের মুনাফা। গত সপ্তাহে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে আয়োজিত এক সম্মেলনে এ বিষয়ে কথা বলেছেন ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক (ইসিবি)-র নির্বাহী বোর্ডের সদস্য ফাবিও পানেতা।

খাদ্য সমস্যা মোকাবিলায় অবদান রাখতে পারে মাইক্রোগ্রিন্স

চেন্নাই (এজেন্সী) ঃ একবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে খাদ্য উৎপাদনের বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। ভারতে মাইক্রোগ্রিন্সের মাধ্যমে উপার্জন ও পুষ্টির জোগান নিশ্চিত করতে একাধিক উদ্যোগ চলছে। ৫৬ বছর বয়সি বিদ্যাধরন চেন্নাইয়ে এক আবাসিক এলাকায় বাস করেন। জীবনের বেশিরভাগ সময় শিক্ষা খাতের এনজিওর জন্য কাজ করলেও তিনি আসলে চাষি হতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, ''কৃষি আমার আবেগের জায়গা। একসময়ে আমার একটা খামার ছিল, তবে সেটা লোকসানে চলতো।'' মোটা অংকের বিনিয়োগ ও চেন্নাইয়ের বাইরে খামার চালানোর খরচের কারণে তাঁকে চাষের কাজ ছেড়ে দিতে হয়। তা সত্ত্বেও নিজের স্বপ্ন ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। বিকল্প কৃষিপদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গিয়ে তিনি মাইক্রোগ্রিন্স সম্পর্কে জানতে পারেন।

মাইক্রোগ্রিন্স আসলে কচি ও ভোজ্য চারাগাছ, যেগুলি অঙ্কুরের এক মাসের মধ্যেই বেড়ে ওঠে ও ফসল তোলার যোগ্য হয়ে ওঠে। পুষ্টিতে ভরপুর এমন উদ্ভিদকে সুস্বাদু 'সুপারফুড' হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। ছোট, সীমাবদ্ধ পরিবেশেও সহজে এমন উদ্ভিদ চাষ করা সম্ভব।

মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা মহাকাশ অভিযানে মাইক্রোগ্রিন চাষ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে আসছে। দীর্ঘ অভিযানের সময় মহাকাশচারীদের জন্য যথেষ্ট পুষ্টি নিশ্চিত করাই সেই উদ্যোগের উদ্দেশ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ একাধিক দেশে বেশ কয়েক দশক ধরে সালাদের টপিং হিসেবে মাইক্রোগ্রিন্স জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভারতের শহরাঞ্চলের রেস্তোরাঁর খাদ্য তালিকায়ও এর প্রচলন বাড়ছে। বিদ্যাধরন বলেন, ''আমাদের কাছে লাল, সাদা ও গোলাপি মুলোর বৈচিত্র্য রয়েছে। সূর্যমুখী ফুল, মটরের অঙ্কুর, ব্রকোলি, বাঁধাকপি, লাল অ্যামরান্থাসও আছে। আমরা এমন ১২ ধরনের মাইক্রোগ্রিন্স চাষ করি।'' নিজের গ্রিনহাউস ও বাসার বারান্দায় সে সব চাষ হয়। জায়গাটি সব মিলিয়ে দশ বর্গ মিটারের বেশি নয়। স্ত্রী ও কন্যাও তাঁকে সাহায্য করেন। বীজ বপন থেকে শুরু করে বিতরণ পর্যন্ত সব কাজ পরিবারই সামলায়। বিদ্যাধরন বলেন, ''এ ক্ষেত্রে সুবিধা হলো, ছোট জায়গায় বিশাল পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব। প্রাথমিক বিনিয়োগ এক লাখ ভারতীয় টাকারও কম। মুনাফা ভালোই হয়। মাসে গড়ে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা আয় হয়।'' ভারতের কৃষিক্ষেত্র চাপের মুখে রয়েছে। ফলন কমছে, পানিসম্পদ লোপ পাচ্ছে এবং পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। অতীতে চাষের উদ্যোগের সময় বিদ্যাধরনেরও হাতেনাতে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। অন্যদিকে মাইক্রোগ্রিন্সের চাষ একই সঙ্গে সহজ ও টেকসই। সবার আগে ভার্মিকম্পোস্ট দিয়ে ট্রে ভরিয়ে দিতে হবে। তারপর ঘন ও সারিবদ্ধভাবে বীজ বপন করতে হবে। তার উপর সামান্য জল স্প্রে করে অঙ্কুর প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

কয়েক দিনের জন্য ট্রেগুলি অন্ধকারে রেখে দিতে হয়। তৃতীয় দিনের পর থেকে সেগুলিকে সূর্যের আলো দেওয়া হয়। বিদ্যাধরন বলেন, ''সাত থেকে আট দিনের মধ্যে সেগুলি নির্দিষ্ট উচ্চতা ছোঁবে। তারপর অর্ডারের উপর নির্ভর করে আমরা ফসল তুলবো।''

নির্দেশ বাংলা শান্তিস্থাপনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে নিদর্শন হবে

হনুমান জয়ন্তী ঃ শান্তির বার্তা নিয়ে রাস্তায় রাজ্যপাল

কলকাতা ঃ হনুমান জয়ন্তীতে দুইটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো কলকাতায়। রাস্তায় নামলেন রাজ্যপাল। কোর্টের নির্দেশে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী।

রাজ্যপাল আনন্দ বোস বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমে যান লেকটাউনে হনুমান মন্দিরে। তারপর তিনি যান একবালপুরে। সেখানে ময়ূরভঞ্জ রোডের বাজারে তিনি ঘোরেন। একটি তরমুজের দোকানে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন দোকানির সঙ্গে। তরমুজের দাম জিজ্ঞাসা করেন।

এরপর ঘিঞ্জি গলি ধরে এগিয়ে চলেন। একটা জায়গায় একটি ব্যারিকেডের সামনে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, হাত মেলান। এমনভাবে কোনো রাজ্যপালের পথে নেমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এভাবে মেলামেশা করার কোনো নজির সাম্প্রতিক অতীতে নেই।

রাজ্যপাল এরপর পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, ''এখানে শান্তি আছে এবং অশান্তি নেই দেখে ভালো লাগলো। বাংলা শান্তিস্থাপনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে নিদর্শন হবে।''

একবালপুর থেকে তিনি যান পোস্তায়। সেখানে ছাতুর সরবৎ খান। নিজে দাম দেন। সেখানেও কোনো বিশেষ ব্যবস্থা তার জন্য করা হয়নি।

রিষড়ার অশান্তির পর কোনো প্রতিক্রিয়া না জানানোয় বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষ করেছিলেন রাজ্যপালকে। এবার হনুমান জয়ন্তীতে শান্তির বার্তা নিয়ে তিনি রাস্তায় নামলেন।

দিন কয়েক আগেই রামনবমীর মিছিল ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল হাওড়া, হুগলিতে। বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে শুধু কলকাতাতেই রয়েছে অন্তত পাঁচটি মিছিল। দুইটি মিছিল হাওড়া থেকে এসে বড়বাজার, পোস্তায় শেষ হবে। একটি ভূতনাথ মন্দির ও একটি বন্দর এলাকায় বের হবে।

এই মিছিল নিয়ে প্রশাসন ও আদালতের চিন্তা রয়েছে। হনুমান জয়ন্তীতে শান্তি বজায় রাখার জন্যই আদালত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দেয়। তারপর কলকাতা, হাওড়া, ব্যারাকপুর ও চন্দননগর কমিশনারেটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

চুঁচুড়া ও কামারহাটিতে সশস্ত্র পুলিশ রুট মার্চ করেছে। যেসব জায়গায় মিছিল যাবে, সেখানে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রসাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মিছিলে কোনো অস্ত্র বা লাঠি নেয়া যাবে না। বাইক মিছিল করা যাবে না। ডিজে বাজানো যাবে না। মিছিলের অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা হবে।

হনুমান জয়ন্তী পালন করা নিয়ে রাজ্যকে নির্দেশ পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

শিলিগুড়িতে বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পুলিশ, বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট

শিলিগুড়ি । বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার। সোমবার ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ির কাওয়াখালি বাজার সংলগ্ন এলাকায়। পারিবারিক বিবাদের জেরে কেউ বাড়িতে বোমা রেখে দিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ, দমকল এবং সিআইডির বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট। এদিকে এই মুহূর্তে শহরে রয়েছেন জি২০-এর প্রতিনিধিরা। এছাড়া আগামীকাল অরিজিৎ সিংয়ের কনসার্টও রয়েছে। তার মধ্যে শহরে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন। বোমা নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা চলছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

পারিবারিক জমির বিবাদ কে কেন্দ্র করে কাওয়াখালী এলাকার একটি বাড়িতে বোমা রেখে দিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল ওই বাড়ির মালিকের আত্মীয়র বিরুদ্ধে। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো সোমবার সকালে। জানা গিয়েছে শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন কাওয়াখালী বাজার এলাকার বাসিন্দা অবিনাশ পালের বাড়িতে গতকাল মাথাভাঙ্গা থেকে এসেছিল তার ভাই। অভিযোগ গতকাল রাতে তাদের মধ্যে জমির পুরনো বিবাদ নিয়ে কথাবার্তা হলে নিজেদের মধ্যেই তারা মিটিয়ে নেবে বলে ঠিক করে। কিন্তু গতকাল রাতে তাদের মধ্যে ঝামেলা বাঁধে এরপরই অভিযোগ তার ভাই জোর করে তাদেরকে ঘরে বন্ধ করে ঘরের ভেতরে থাকা আলমারি জিনিসপত্র টাকাপয়সা ইত্যাদি নিয়ে চম্পট দেয়। তবে আজ সকালে ওই বাড়ির মালিক দেখতে পান ঘরে বোমা রাখা রয়েছে। এরপরই খবর দেওয়া হয় মেডিক্যাল ফাঁড়ির পুলিশকে। ঘটনা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সিআইডি বোম্ব স্কোয়ার্ড এর একটি টিম এসে বোমাটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এবং সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের সাথে গরু ছাগলের মতো ব্যবহার করা হয় উদয়ন গুহ

কোচবিহার ঃ শীতলকুচির লালবাজার এলাকায় বিএসএফ এর হেফাজতে জেলাল মিয়ার মৃত্যুর ঘটনার পর জেলাল মিয়ার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। আজ শীতলকুচির বড়মরিচ এলাকায় জেলাল মিয়ার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। একই সঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে বলেন,এরা সিবিআই লেলিয়ে দেয় ইডি লেলিয়ে দেয় কিন্তু বিএসএফ সিআইএসএফ লেলিয়ে দিয়ে হত্যা হলে তার কোনো বিচার হয়না । সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের সাথে গরু ছাগলের মতো ব্যবহার করা হয়। প্রেম কুমার বর্মনের হত্যা এবং জেলাল মিয়ার হত্যাকে এক করে আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

দুয়ারে সরকার শিবিরে এবার সাধারণ মানুষের সহায়তা করবে তৃণমূলের যুব কর্মীরা

মালদা ঃ দুয়ারে সরকার শিবিরে এবার সাধারণ মানুষের সহায়তা করবে তৃণমূলের যুব কর্মীরা।সাধারণ মানুষের আবেদনের ফর্ম ফিলাপও করে দিবেন তারা।সোমবার সহায়তা কেন্দ্রের শুভ সূচনা করলেন চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ।চাঁচলের শিশির কলোনীতে বিধায়কের আবাসনে সহায়তা কেন্দ্রের সূচনা হয়।চাঁচল বিধনসভার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ বি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে ওই এলাকার প্রতিটি দুয়ারে সরকার শিবির সহায়তা কেন্দ্র খোলা হবে বলে জানিয়েছেন যুব সভাপতি চন্দ্র শেখর সাহা।

বিপুল পরিমাণ গাজা উদ্ধার নাকা চেকিং এ

শিলিগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে নাকা তল্লাশি চলাকালীন রবিবার বিকেলে একটি জাইলো গাড়ি আটকে ১৮টি গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার আইসি পঙ্কজ সরকার জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর ছিল। সেইমত ফাটাপুকুর সারদামণি হাইস্কুলের সামনে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং করা হচ্ছিল। বিকেলে একটি ছোট চার চাকা গাড়ি আটকে ভেতর থেকে মোট ৫৬ কেজি গাঁজা মিলেছে। গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে। ধৃতের নাম জয়ন্ত দাস (২৪)। কোচবিহারের বাসিন্দা। কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল গাড়িটি। সোমবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

আইএনটিটিইউসি টোটো ইউনিয়নের প্রয়াত সদস্যকে শ্রদ্ধা নিবেদন ও শোক পালন

আলিপুরদুয়ার ঃ ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর আইএনটিটিইউসি টোটো ইউনিয়নের সদস্য অরবিন্দ রায়ের অকাল প্রায়নে শোকাহত গোটা টোটো ইউনিয়নের সদস্যরা। সোমবার সকালে জটেশ্বর বাজার এলাকায় প্রয়াত জটেশ্বর আইএনটিটিইউসি'র টোটো ইউনিয়নের সদস্য অরবিন্দ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক পালন করলেন সংগঠনের সদস্যরা। এছাড়াও এদিন এক ঘন্টা ইউনিয়নের টোটো পরিষেবা বন্ধ রাখা হয় বলে জানা যায়।

বাইক এবং পণ্যবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন এক সিভিক ভলেন্টিয়ার

জলপাইগুড়ি ঃ বাইক এবং পণ্যবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি অঞ্চলের ঘটনা। আহত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম জাহের আলী (৩০)। সাউদাভিটা এলাকার বাসিন্দা।স্থানীয় সূত্র জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল সাড়ে সাত'টা নাগাদ বাড়ি থেকে ডিউটি যাওয়ার পথে প্রধান পাড়ায় একটি ১৬ চাকা গাড়ির মুখে পড়ে যায় বাইকটি। গুরুতর জখম অবস্থায় আহত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে প্রথমে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল এবং তারপর শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পরই চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘাতক ট্রাকে পাথরবোঝাই করা ছিল। নির্মাণ কাজের দিকে যাচ্ছিল।

'দিনহাটাতে বাম বিজেপি কংগ্রেস মহাজোট করার পরিকল্পনা করছে', কর্মীদের সতর্কবার্তা রাজ্যের মন্ত্রীর

কোচবিহার ঃ "সাগরদিঘিতে যা হয়েছে দিনহাটাতে তা করার চেষ্টা হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম, বিজেপি, কংগ্রেস ও বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের একাংশ মহাজোট করার পরিকল্পনা নিচ্ছে। এমনটা হলে তাঁদের পালটা দাওয়াই দিতে হবে।" দিনহাটার পাঁচমাথার মোড়ে তৃণমূলের পথসভা থেকে দলের কর্মীদের এমনই বার্তা দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এদিন তিনি বলেন, সাগরদিঘি স্টাইলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জোট করার পরিকল্পনা চলছে। সেটা রুখে দিতে হবে।পাশাপাশি, এদিনের সভা থেকে বিজেপিকে আক্রমণ করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী। গত সপ্তাহে বাবা কমল গুহকে নিয়ে উদয়ন গুহের বিতর্কিত' মন্তব্যের জেরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়।তিনি কেন এমনটা বলেছেন, দিনহাটার কোন কোন বাম নেতা বাম আমলে সুপারিশে চাকরি পেয়েছেন সেসব জানাতেই এদিন রাতে দিনহাটার পাঁচমাথার মোড়ে সভা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।সভাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক, বিজেপি শূন্য ছিল। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনেও যাতে বিরোধীরা শূন্য থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা হলেই শহরের কর্মীরাও গ্রামে গিয়ে গ্রামের কর্মীদের সহযোগিতা করবে বলেও জানান তিনি। সে ব্যাপারে কর্মীদের প্রস্তুত থাকার কথা জানান মন্ত্রী।

বেছে বেছে কোচবিহারের সাধারণ মানুষকে নিশানা করছে বিএসএফ পার্থপ্রতিম রায়

কোচবিহার ঃশীতলকুচি লালবাজার এলাকায় বিএসএফের কাস্টাডি তে গীতালদাহ মরিচা বাড়ি এলাকার ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় বিএসএফকে সরাসরি আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বিএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, বেছে বেছে কোচবিহারের সাধারণ মানুষকে নিশানা করছে বিএসএফ। আনন্দ বর্মন কে গুলি করে মেরেছে। এবার শীতলকুচির জেলাল মিয়াকে পিটিয়ে খুন করেছে বিএসএফ। প্রযোজনে দলীয়ভাবে বিএসএফের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।সূত্রের খবর গত শনিবার রাতে কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের গিদালদহ মরিচা গ্রামের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের পিটুনিতে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির! মৃতের নাম জেলাল মিয়াঁ। মৃতের পরিবারের দাবি, বিএসএফ জওয়ানরা জেলালকে মেরে বিএসএফের পোশাক পরিয়ে দিয়েছেন। যদিও এ বিষয়ে বিএসএফের তরফে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৪২তম মালদা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মালদাঃ "অরাজনৈতিক প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনে অখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের রাজ্য শাখা উদ্যোগে , পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৪২তম মালদা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো সোমবার দুপুরে আইহো একটি বেসরকারি লজে মহঃ বানু হোসেন মঞ্চে ড এদিন পতাকা উত্তোলন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, উদ্বোধনী সংগীত মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের শুভ সূচনা হয়।পরে সংগঠনের সদস্যগণ উপস্থিত বিশিষ্টদের পুষ্পস্তবক, ব্যাচ ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন,

বিশিষ্ট জনেরা তাঁদের বক্তব্যে মধ্যমে মেরুদণ্ড ও শ্রেষ্ঠ সমাজ সেবি শিক্ষক - শিক্ষিকাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সদা জাগ্রত থাকার আহ্বান জানান। আজ এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন অমর কুমার সিনহা, এদিন এই সম্মেলনে দুইটি ভাগে দাবি প্রকাশ করেন শিক্ষা বিষয়ক দাবি ও শিক্ষক বিষয়ক দাবি, শিক্ষা বিষয়ক দাবি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করে শিক্ষক সংগঠনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করার দাবীসহ ১৩ দফা দাবি করেন । এবং শিক্ষক বিষয়ক দাবি হিসাবে, অবিলম্বে সপ্তম বেতন কমিশন চালু করা, বকেয়া ডি.এ.সহ কেন্দ্রীয় হারে ডি.এ. অবিলম্বে প্রদান করা দাবিসহ, ১৪ দফা দাবী দাওয়াত তুলে ধরেন । এদিন এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাম সহায় মুখার্জি, (রাজ্য কমিটির সভাপতি) দীনবন্ধু বিদ্যাভূষণ, (রাজ্য সাধারণ সম্পাদক) , ভুজঙ্গ ভূষণ সরকার (জেলা সভাপতি) , দেবব্রত মুখার্জি (জেলা সাধারণ সম্পাদক) সহ সংগঠনের শিক্ষক ও শিক্ষিকা।

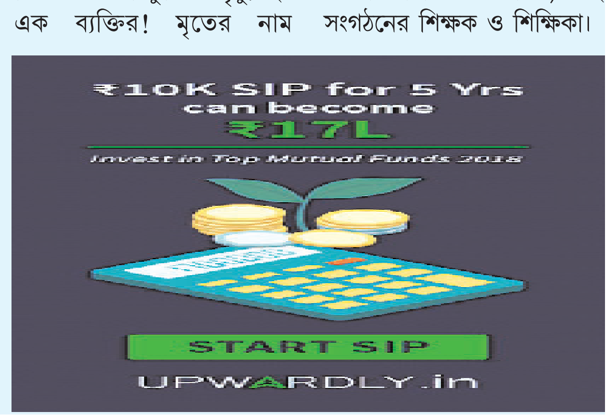

গ্রামীন হাসপাতালের নামের বোর্ড ঘিরে চাঞ্চল্য হাসপাতাল চত্বরে

শিলিগুড়ি ঃখড়িবাড়ির গ্রামীন হাসপাতালের নামের বোর্ড ঘিরে চাঞ্চল্য হাসপাতাল চত্বরে।নামের বোর্ড দেখতে না পেয়ে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে হাসপাতালে আসা রোগীদের। জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে প্রবেশ পথের দুই ধারে অবস্থিত রয়েছে বেসরকারি কিছু ঔষুধের দোকান। কিন্তু ওই দোকানগুলোর ছাউনি ও প্লাস্টিক তিরপাল দিয়ে ঢাকা রয়েছে হাসপাতালের নামের বোর্ড।ওপর দিকে পি ডাব্লু ডির তরফে রাস্তার পাশে হাসপাতালের প্রতীক বিপরীতমুখী থাকার জেরে হয়রানির শিকার হচ্ছেন হাসপাতালে আসা রোগী ও পরিবারের সদস্যরা। এই বিষয়ে হাসপাতালে পরিষেবা নিতে আসা চিওরঞ্জন সরকার বলেন, দোকানপাঠ দিয়ে হাসপাতালের গেট দেখতে না পেরে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। কোনো সময় বাইরের কেউ হাসপাতাল খুজলে তাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তবে এই বিষয়ে দোকানদারা মুখ খুলতে চায়নি। খড়িবাড়ি হাসপাতালের বি এম এইচ ও ডাঃ সফিউল আলম বলেন, দোকানদারদের বহুবার বলা সত্বেও কোনো সমাধান হয়নি।

পথ কুকুর নিধনের ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে এক পথ কুকুরকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগে গ্রেফতার ৩ জন।ধৃতদের নাম গণেশ পাল, মনোজ রায় এবং রিপন পাল।ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গণেশ পাল। প্রসঙ্গত, গত শনিবার শিলিগুড়ির ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরামপল্লী এলাকায় এক পথ কুকুরকে পিটিয়ে মারা হয়।ঘটনায় পরই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।খবর পেয়ে এলাকায় যান শহরের পশুপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা।রবিবার হাসমি চকে ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়।দোষীদের কড়া শাস্তির দাবী জানান পশুপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা।সোমবারও শিলিগুড়ি আদালতের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ঘটনার পর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়।এরপরই তদন্তে নেমে প্রথমে ওষুধের দোকানের দুজনকে আটক করা হয়।তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই গণেশ পালের নাম সামনে আসে।গতকাল রাতে মধ্য হাতিয়াডাঙা এলাকা থেকে গণেশ পালকে ধরে পুলিশ।এরপর গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে ওষুধের দোকানের দুই কর্মী মনোজ রায়, রিপন পাল এবং মূল অভিযুক্ত গণেশ পালকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

বেঙ্গল সাফারি পার্কে শীঘ্রই দেখা যাবে জিরাফ, জেব্রা এবং জলহস্তী, সাইবেরিয়ান বাঘ আসবে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে

শিলিগুড়িঃ পর্যটকদের কাছে আরো আকর্ষিত হতে চলেছে উত্তরবঙ্গের মূল পর্যটনকেন্দ্র বেঙ্গল সাফারি পার্ক। বেঙ্গল সাফারি পার্কে আগমন ঘটতে চলেছে নতুন প্রাণের। সোমবার বেঙ্গল সাফারি পার্ক পরিদর্শনে এসে নতুন অতিথিদের আগমনের কথা জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। জানা গিয়েছে, বেঙ্গল সাফারি পার্কে আসতে চলেছে জেব্রা, জিরাফ, এবং হিপোপটেমাস এর নতুন প্রাণী অন্য দিকে আকর্ষণ আরো বাড়তে চলেছে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্ক এর আগমন হতে চলেছে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে সাইবেরিয়ান টাইগারের, ইউরোপের সাইপ্রাস চিড়িয়াখানা থেকে আনা হবে। দার্জিলিংয়ের চিড়িয়াখানা পর্যটকদের দেখতে ব্যাপক ধল নামবে বলে মনে করছে বনমন্ত্রী। পাশাপাশি এদিন বেঙ্গল সাফারি পার্কে নতুন করে টাটা জুলজিক্যাল চিড়িয়াখানা থেকে আনা বারোটি কৃষ্ণসার হরিণ এবং চারটি হক ডিয়ার পর্যটকদের সামনে প্রকাশ্যে আনল বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ, বনমন্ত্রী নিজে সেই এনক্লোজার থেকে পর্যটকদের জন্য ওই নতুন অতিথি থেকে পর্যটকদের প্রকাশের পাশাপাশি এদিন বেশ কয়েকটি নতুন নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন কোন বনমন্ত্রী।

'শান্তি নষ্ট করলেই কড়া পদক্ষেপ', রিষড়ার ঘটনায় হুঁশিয়ারি রাজ্যপালের

কলকাতা ঃ'যারা শান্তি নষ্ট করবে, তাদের রেয়াত নয়', এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবার তিনি রিষড়ার পরিস্থিতি ঘুরে দেখার পর ওই মন্তব্য করেন। রবিবারের পর সোমবার ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হুগলির রিষড়া। এদিন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রিষড়ায় যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত জাভালগি, রিষড়া স্টেশনের মাস্টারের পাশাপাশি বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। এরপর রাজ্যপাল জানান, যারা অশান্তি সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। তাঁর কথায়, 'মানুষের শান্তিতে বাঁচার অধিকার রয়েছে। যারা সাধারণ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করবে, তাদের ছাড় দেওয়া হবে না।' রিষড়া স্টেশনের কাছে গতকাল রাতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়। যার ফলে হাওড়া-বর্ধমান শাখায় প্রায় ৩ ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল রাতে। এতে সমস্যায় পড়েন হাজার হাজার নিত্যযাত্রী। রাত ১টার পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। উত্তেজনা প্রশমনে বর্তমানে এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। চলছে পুলিশের টহলদারি।

বাইসনের হামলায় গুরুতর যখম তিনজন

কোচবিহার ঃ ঘোকসাডাঙ্গা ছোট শিমুলকুড়ি এলাকায় বাইসনের হামলায় গুরুতর যখম তিনজন। আহতরা ঘোকসাডাঙ্গা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রের খবর আজ সকালে ঘোকসাডাঙ্গা ছোট শিমুল বাড়ি এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা একটি বাইসন দেখতে পায়। বাইসন এর হামলায় ইতিমধ্যে তিনজন আহত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত পৌঁছায়নি বন দপ্তরের কর্মীরা।

এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের এনজেপি শাখা আয়োজিত অভিনব বাইক র‍্যালি

শিলিগুড়িঃ নুতন পেনসন স্কিম বন্ধ ও পুরাতন পেনসন স্কিম বহাল রাখার দাবিতে রেলকর্মচারীরা ও এন এফ রেলওয়ে এম্পোইজ ইউনিনের অভিনব বাইক র‍্যালি।

কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তরের নেওয়া রেলকর্মচারীদের ওপর পেনসনে যে নুতন নীতি লাগু করেছেন তাঁর প্রতিবাদে অনেক দিন ধরে রেলকর্মচারী ইউনিয়ন গুলো আন্দোলন করে চলেছে।আজ এন এফ রেলওয়ে এম্পোইজ ইউনিয়নের এনজেপি শাখার পক্ষ থেকে এক অভিনব মটর বাইক র‍্যালি অংশগ্রহণ করেন।এই র‍্যালি তে প্রায় ২০০ ওপর বাইকে ৬০০ জন রেলকর্মচারী ভাগ নেন বলে দাবি করেন সংগঠনের এনজেপি শাখার যুগ্ম সম্পাদক ভাস্কর তর।ভাস্করবাবু আরো বলেন এই আন্দোলনে যদি কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোন নুতন পদক্ষেপ না গ্রহণ করেন তা হলে এই আন্দোলন কোথায় নিয়ে যেতে হয় তা আগামীতে দেখবেন।আজকের এই বিক্ষোভ বাইক র‍্যালি এনজেপি ইনস্টুট মাঠ গেট বাজার থেকে শুরু হয়ে এরিয়া অফিস ও পরে এনজেপি স্টেশন চত্বর ঘুরে বেড়ান।বাইক র‍্যালির আগে ইনস্টুট মাঠে এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আরক যুগ্ম সম্পাদক নান্টু চন্দ ও অন্যান্য পদাধিকারীকরা

গরু পাচার মামলায় উত্তরপ্রদেশের ৩ বাসিন্দা গ্রেফতার, ৫০টি মহিষ উদ্ধার

শিলিগুড়ি । ফাঁসিদেওয়ায় ফের মহিষ পাচার! ঘোষপুকুর ফুলবাড়ি বাইপাসে অভিযান চালিয়ে ৫০টি মহিষ উদ্ধার করলো ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, সোমবার ভোরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘোষপুকুর ফুলবাড়ি বাইপাসে দুটি কনটেনার আটক করা হয়।তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৫০টি মহিষ।ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।ধৃতরা হল সাকিম আহমেদ(৫১) মহম্মদ সাব্বির ও সানু।ধৃতরা উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মহিষ বিহার থেকে অসমে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।ধৃতদের আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

আদিবাসীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ মানুষ বিক্ষোভ মিছিল

মালদা ঃ হবিবপুর থানার অন্তগত নিত্যানন্দপুর থেকে হবিবপুর রাইস মিল হাট পর্যন্ত ভারত জাকাত মাঝি পারগণা গাওতা এর নেতৃত্বে আদিবাসীরা ডালি মাথায় কোদল হাতে নিত্যানন্দপুর থেকে র‍্যালির মাধ্যদিয়ে স্লোগান দিতে দিতে বিক্ষোভ মিছিল রাইসমিল হাট পর্যন্ত আসে।সেখানে পথসভার মধ্যে দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন করে এবং তাদের অভিযোগ সম্প্রতি কলকাতায় ধর্ণা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আদিবাসীদের মদ খাইয়ে বিভিন্ন জায়গায় সড়ক নষ্ট করা হচ্ছে। সব আদিবাসী মদ খায় এটা প্রমাণ করে কোথাকার সড়ক নষ্ট করা হয়েছে দেখাতে হবে। আদিবাসীরাই সেই সড়ক ঠিক করে দিবে। প্রমাণ করতে না পারলে মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে। এদিন নেতৃত্বে ব্লক সভাপতি শ্যামল হাঁসদা দাবি,সম্প্রতি কলকাতায় ধর্ণা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আদিবাসীদের মদ খাইয়ে বিভিন্ন জায়গায় সড়ক নষ্ট করা হচ্ছে। সব আদিবাসী মদ খায় এটা প্রমাণ করে কোথাকার সড়ক নষ্ট করা হয়েছে দেখাতে হবে। আদিবাসীরাই সেই সড়ক ঠিক করে দিবে। প্রমাণ করতে না পারলে মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে।

স্বর্ণ মন্দির আক্রমণে চরমপন্থীদের সাথে লড়াই করা সাহসীর গ্রামে সংবর্ধনা

মালদা ঃ "পাঞ্জাবের স্বর্ণ মন্দিরে উগ্রবাদীদের হামলায় লড়াই করেছিলেন সুবেদার বিনাল চন্দ্র রায়। অবসরের পর বাড়ি ফিরতেই সুবেদার বিনাল চন্দ্র রায়কে অভিনব উদ্যোগে সংবর্ধনা দিল পরিবারবর্গ ও গাজোলবাসী। বিনাল চন্দ্র রায় তিনি সিআরপিএফে কর্মরত ছিলেন ৪০ বছর ধরে। আজ সকাল নটায় গাজোলে আসতেই তাকে ফুলের মালা পরিয়ে এবং পুষ্প স্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানাই পরিবার বর্গের সদস্যরা। পিছিয়ে ছিলো না গাজোল বাসিও। পরিবারে সদস্য সংখ্যা পাঁচ জন তার মধ্যে রয়েছেন তার স্ত্রী লিলি রায় পেশায় তিনি অঙ্গনারী কর্মী। বড় ছেলে প্রতীক রায় পেশায় শিক্ষক ছোট ছেলে প্রলয় রায় সে ডব্লিউবিসিএস এর প্রিপারেশন নিচ্ছে। বাড়িতে বৌমা কেয়া চক্রবর্তী ও চার বছরের নাতি প্রয়াস রায়। আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে বর্ণনাট্যময় যাত্রা করে গাজোলের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে সুবেদার বিনাল চন্দ্র রায় কে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তারপর চলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। নির্মল যোগ সংঘের গুরু নির্মল কুমার সাহা তিনিও একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন সৈনিক তিনিও বিনাল বাবুকে সংবর্ধনা জানান।

সামান্যতম প্রচার করা হয়নি, দর্শকাসন ফাঁকা জলপাইগুড়ি অনুষ্ঠিত হল ভাওয়াইয়া মেলাতে

জলপাইগুড়ি। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া শিল্পীদের নিয়ে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল ভাওয়াইয়া মেলা। সরকারিভাবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ইউনেস্কো। উত্তরবঙ্গের শিল্পীদের পাশাপাশি কলকাতার ভাওয়াইয়া শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। যদিও জলপাইগুড়ি শহরের রবীন্দ্র ভবনে সরকারিভাবে আয়োজিত বিরাট মাপের এই অনুষ্ঠানে শিল্পীদের বাইরে পাঁচজন দর্শকের দেখাও মিলল না। এমন ঘটনায় খুবই অসন্তুষ্ট দূর দূরান্ত থেকে আসা শিল্পীরা। তাদের অভিযোগ, বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও সামান্যতম প্রচার করা হয়নি। এজন্য দর্শকাসনগুলো একেবারেই ফাঁকা পড়ে ছিল। অথচ অনেক নামী শিল্পীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের কথা জানতে পেরে রবীন্দ্র ভবনে আসেন পেশায় চিকিৎসক ও সঙ্গীত প্রেমি ডাঃ ইলা চক্রবর্তী। এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানে দর্শক না থাকায় তিনিও অবাক হন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে অসমের সীমানা বিবাদের জন্য কংগ্রেসকে দোষারোপ মন্ত্রী অতুল বরার

সীমান্ত এলাকার সমস্যা গুলো খুবই স্পর্শকাতর, সাবধানতা অবলম্বন করছে সরকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ উত্তর পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যগুলোর সঙ্গে অসমের সীমানা বিবাদ দীর্ঘদিনের সমস্যা। এক্ষেত্রে রাজ্যের প্রতিটি সরকার এই সীমান্ত এলাকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তৎপরতা দেখা গেল বাস্তবে সেটা মেটানো যায়নি। প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে সীমানা সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে এবার সরব হয়ে ওঠেন বিজেপির বিধায়ক তথা প্রাক্তন বিধানসভার অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী। তবে দীর্ঘকালীন এই সমস্যার জন্য কংগ্রেসকে দোষারোপ করেছেন মন্ত্রী অতুল বরা। তিনি বলেন সময় মতো কংগ্রেস এই সমস্যার সমাধান না করার ফলে বর্তমান সরকার গুলো এক্ষেত্রে ভুগছে। সীমান্ত এলাকার সমস্যা গুলো খুবই স্পর্শকাতর ফলে সরকার এই সংক্রান্তে সাবধানতা অবলম্বন করছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে বুধবার প্রশ্নোত্তর কালে বিজেপির বিধায়ক তথা প্রাক্তন বিধানসভার অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে অসমের সীমানা বিবাদের বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি বলেছেন সীমান্ত এলাকায় সীমানা বিবাদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। নানা সময়ে বন্দুক নিয়ে হুমকি দেওয়া ঘটনার ফলে সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে সেটা জানতে চান তিনি।

এর জবাবে মন্ত্রী অতুল বরা বলেন এই সমস্যা দীর্ঘমেয়াদী। অসম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তরপূর্বের অন্যান্য রাজ্যগুলো সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় কংগ্রেস দিল্লি এবং অসম উভয় স্থানে ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে সীমান্ত এলাকার সমস্যাগুলো সমাধান করেনি। এর ফলে বর্তমান এক্ষেত্রে ভুগছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক্ষেত্রে তৎপর হয়ে অন্যান্য রাজ্যগুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে সক্রিয় হয়ে রয়েছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। মন্ত্রী অতুল বরা বলেন সীমান্ত এলাকার সমস্যা সমাধান হওয়া অত্যন্ত জরুরী। তবে এক্ষেত্রে যেটা করণীয় সেটা করছে সরকার। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বহুবার আলোচনা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

অন্যদিকে নাগাল্যান্ডের সঙ্গে সীমানা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। মন্ত্রী অতুল বরা বলেন সুপ্রিম কোর্টে ১৯৮৮ সাল থেকে এই সংক্রান্তে একটি মামলা চলছে। এই মামলায় ইতিমধ্যে অসমের সাক্ষ্য দান হয়ে গেছে। এবার নাগাল্যান্ডের সাক্ষ্য দান বাকি রয়েছে বলে জানান তিনি। একইভাবে অসম মেঘালয় সীমান্তের ১২ টি স্থানের বিবাদ থাকলেও এক্ষেত্রে ছটা স্থানের সমস্যা সমাধানের জন্য দুই তরফে কমিটি গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অসম ইতিমধ্যে কমিটি গঠন করে নিলেও মেঘালয় সেটা করতে পারছিল না। মূলত মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচন থাকার ফলে রাজ্যটি কমিটি গঠন করতে পারছিল না। তবে অবশেষে এক্ষেত্রে কমিটি গঠন করেছে মেঘালয়। এবার দুই রাজ্যের দুই কমিটি আলোচনায় বসার পাশাপাশি বিবাদিত এলাকায় সফর করে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস করবে বলে মন্তব্য করেছেন অতুল বরা।

একইভাবে মিজোরামের সঙ্গে অসমের সীমান্ত এলাকার সমস্যা দীর্ঘদিন থেকে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী জানান মিজোরামের সীমান্তে এক বিক্ষিপ্ত ঘটনায় অসমের ছয় জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাছাড়া সেই ঘটনায় বহু ব্যক্তি জখম পাশাপাশি আঘাতপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার বর্তমানও চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সেই ঘটনার পর তিনি স্বয়ং এবং মন্ত্রী অশোক সিংহল মিজোরামে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস করেছেন। এক্ষেত্রে মিজোরাম সরকার ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। তাছাড়া দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস করেছেন। অসম এবং মিজোরামের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে রাজ্য সরকার সমস্যা সমাধানের প্রয়াস করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে থাকা সীমানা বিবাদের ক্ষেত্রে বহু এগিয়ে গিয়েছে অসম। এক্ষেত্রে বহু ধরনের বিভিন্ন পর্যায়ের সংক্রান্ত সমাধান করা গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। চলিত বছরের মধ্যে প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে সীমান্ত এলাকার সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সরকার প্রয়াস করবে বলে ঘোষণা করেন মন্ত্রী অতুল বরা।

এক্ষেত্রে বিজেপির বিধায়ক তথা প্রাক্তন বিধানসভার অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী বলেন যে কোন সীমান্ত এলাকায় যদি কোন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় অথবা কোন অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয় তাহলে রাজ্য সরকার শীর্ষ পর্যায়ের কোন আধিকারিক এই সংক্রান্তে সরকারের স্থিতি ঘোষণা করা উচিত। এক্ষেত্রে সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তিনি। এর উত্তরে মন্ত্রী অতুল বরা বলেন সীমান্ত এলাকার সমস্যা গুলো খুবই স্পর্শকাতর। ফলে সরকারকে এই সংক্রান্তে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

দুয়ারে ডিজিটাল শিক্ষা চালু করা হোক

বীরভূম (মহম্মদ ওয়াসিম)ঃ পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মানুষের কথা ভেবে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুয়ারে সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও শহর অঞ্চলের মানুষের কাছে সমস্ত রকম সুযোগসুবিধা পৌঁছে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দুয়ারে সরকার প্রকল্প আসার পর থেকে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের গরীব, দুস্থ মানুষেরা অনেকাংশেই উপকৃত হচ্ছেন। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম দুয়ারে সরকার প্রকল্প শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যাতে যে কোনো কাজকর্ম খুবই সহজে হাতের নাগালে করে নিতে পারেন সেজন্য পশ্চিমবঙ্গকে ডিজিটাল করার দিকেও পিছিয়ে নেই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এছাড়াও দুয়ারে শিশু ভর্তি প্রকল্প শুরু হয়ে গেছে। বর্তমানে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব না থাকলেও গরীব মানুষদের কথা ভেবেই সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শুরু হয়েছিল মিড ডে মিলের ব্যবস্থা। সকলেই একই শিক্ষা লাভ করছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে। ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে কোনো ভিন্নতা নেই। তবু শিক্ষা লাভ করলেও ডিজিটাল যুগেও পিছিয়ে থাকছে সমাজের নিম্নবিত্ত গরিব মানুষগুলো। কারন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যেভাবে সমস্ত কাজকর্মকে ডিজিটাল করা হচ্ছে অনলাইন প্রযুক্তির মাধ্যমে সে ক্ষেত্রে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো আরো পিছিয়ে পড়ছে। কারণ শিক্ষালাভ করে অক্ষর পড়তে পারা বা লিখতে পারাটাই সবকিছু নয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ডিজিটাল কাজকর্ম করতে গেলে সেটার জন্য সামান্যতম জ্ঞান রাখা আবশ্যক। বর্তমান শিক্ষিত সমাজের গুণীজনেরা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে ডিজিটাল কাজকর্মের বিষয়ে শিখে নিতে পারেন খুব সহজেই। কিন্তু সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর পক্ষে সেটা সম্ভব হয় না। ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে মানুষের শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতই গুরুত্বপূর্ণ অবদান বহন করে মোবাইল। কিন্তু বর্তমান যুগে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের হাতে মোবাইল থাকলেও তারা মোবাইলে গান শোনা, ভিডিও দেখা ও যুবক যুবতীদের মধ্যে গেম খেলার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। অথচ দেখা যায় ওই যুবক যুবতীরা লেখাপড়ার দিকেও নিরক্ষর নয়। সমাজের ওই সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর অক্ষরজ্ঞান থাকলেও ডিজিটাল কাজকর্ম না পারার একান্তই কারণ হলো ঃ তারা ডিজিটাল হীন অশিক্ষিত। আর সমাজের ওই সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকেই ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ২০১৭ সালে শুরু করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী গ্রামীন ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান (PMGDISHA)। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীন ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান ভারতের প্রত্যেক রাজ্যের পিছিয়েপড়া মানুষগুলোর পরিবার পিছু এক জন যার ১৪ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে বয়স তাঁকে মাত্র দশ দিনের জন্য মোবাইল চালানো, কম্পিউটার চালানো, ইমেইল আদানপ্রদান, ডাউনলোড করা, গুগল সার্চ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে। এই প্রকল্প সারা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের মতোই আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও বলবত আছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মতো সুযোগসুবিধা পৌঁছে দিচ্ছেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির টাকা পশ্চিমবাংলার কৃষকদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেভাবে কেন্দ্র সরকারের সাথে লড়াই করে চলেছেন অনুরূপ প্রধান মন্ত্রী গ্রামীন ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযানের দ্বারা গ্রাম বাংলার গরিব পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে ডিজিটাল শিক্ষা পৌঁছে দিলে পশ্চিমবঙ্গ ডিজিটাল হওয়ার দিকে অনেক উন্নতি লাভ করবে। পশ্চিমবঙ্গে ডিজিটাল প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষ সহজেই সুবিধা পেতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী দুয়ারে ডিজিটাল শিক্ষা প্রকল্পের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

৫.২ ভাগ প্রবৃদ্ধিও হবে চ্যালেঞ্জিং

ঢাকা ঃ বিশ্বব্যাংক মনে করছে, চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে না। তাদের বিবেচনায় বাংলাদেশের পক্ষে ৫.২ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। কিন্তু বাংলাদেশের লক্ষমাত্রা ৭.৫ ভাগ। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের অর্থনীতির বড় পাঁচটি ঝুঁকির কথাও বলেছে। আর ওই পাঁচটি ঝুঁকির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি চাপের মুখে রয়েছে। ঝুঁকিগুলো হলো বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির চাপ, জ্বালানি ঘাটতি, লেনদেনের ভারসাম্যে ঘাটতি ও রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি। বিশ্বব্যাংক মনে করে, করোনা মহামারির সংকট মোকাবেলা করে বাংলাদেশ দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের কারণে আবারও চাপের মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদেরা মনে করছেন,বিশ্বব্যাংক যে ঝুঁকিগুলোর কথা বলছে তা যে সহসাই কেটে যাবে তেমন লক্ষণ নেই। তাই শেষ পর্যন্ত ৫.২ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জনও চ্যালেঞ্জিং হবে। এটাও যদি অর্জন করা যায় তাকেও অনেক ভালো বলতে হবে। তাদের কথা, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সমন্বিত কোনো পরিকল্পনা দৃশ্যমান হচ্ছে না। তাই ভবিষ্যতের আশা বৈশ্বিক অবস্থার উন্নতি এবং প্রকৃতির উপরই অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক তার পূর্বাভাস বেশ কয়েকবার পরিবর্তন করলো। ২০২২ সালের অক্টোবরে বিশ্বব্যাংক বলেছিল, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে। জুনে পূর্বাভাস দিয়েছিল ৬.৭ শতাশ প্রবৃদ্ধির। তবে চলতি বছরের জানুয়ারিতে বিশ্বব্যাংক গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টস প্রতিবেদনে অবশ্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.২ আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বলে। তবে বিশ্বব্যাংক মনে করে, পরের অর্থ বছরে (২০২৩-২৪) বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার ৬. ২ হতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতির এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে মূল্যস্ফীতি বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদেরা। তাদের কথা এর অনেকগুলো নেতিবাচক প্রভাব অর্থনীতির ওপর পড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য মতে মার্চে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৩৩ শতাংশে, যা গত সাত মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। ফেব্রুয়ারিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮.৭৮ শতাংশ এবং জানুয়ারিতে ৮.৫৭। এর আগে, গত বছরের আগস্টে দেশের মূল্যস্ফীতি হার ছিলো ৯.৫২ শতাংশ। তারপরও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম মনে করেন, দেশে মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি অস্বস্তিকর অবস্থায় পৌঁছানোর মতো বেশি নয়। বিশ্বব্যাংক বলছে, উচ্চ দ্রব্যমূল্যের কারণে মূল্যস্ফীতির চাপ বেড়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথমার্ধে লেনদেনের ভারসাম্য বা ব্যালান্স অব পেমেণ্টের ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২০ কোটি ডলার, আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ৫৩০ কোটি ডলার। অর্থাৎ বিদেশি মুদ্রার মজুতে চাপ বাড়ছে। ডলারের একাধিক বিনিময় হারের কারণে ব্যালান্স অব পেমেণ্টে চাপ বাড়ছে বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক। তাদের কথা, এতে রপ্তানি নিরুৎসাহিত হচ্ছে এবং প্রবাসী আয় কমছে। বিশ্বব্যাংক বলছে, কাঠামোগত সংস্কার, যেমন বাণিজ্য সংস্কার ও রপ্তানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে। প্রবৃদ্ধির গতি ধরে রাখার ক্ষেত্রেও তা সহায়ক। সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন, বিশ্বব্যাংক যে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে ৫.২ ভাগ, সেটাও যদি বাংলাদেশ অর্জন করতে পারে আমি মনে করি সেটাও একটা বড় অর্জন হবে। তার কথা,বাংলাদেশের সামনে অর্থনীতির যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে তা সহসা চলে যাওয়ার নয়। তাই বাংলাদেশের জন্য এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে কোভিডের আগে যে প্রবৃদ্ধির ধারা ছিলো সেই জায়গায় কীভাবে ফিরে আসা যায়। একদিকে যেমন সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর চাপ। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতির কারণে বাংলাদেশের একটা বিশাল জনগোষ্ঠী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও আছে। আমাদের সামাজিক দিকও দেখতে হবে। বিশেষ করে শ্রমবাজার, দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় সামগ্রিকভাবে উদ্যোগ নেয়া দরকার। আগামী বাজেটে তার প্রতিফলন থাকতে হবে। আগামী অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি বাড়ার যে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক সেই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন,বিশ্বব্যাংক হয়তো মনে করছে আগামী বছর বিশ্ব পরিস্থিতির উন্নতি হবে। তাহলে রপ্তানি এবং রেমিট্যান্স বাড়বে। তবে মনে রাখতে হবে বিশ্বব্যাংক কিন্তু পরিস্থিতি দেখে তাদের প্রজেকশন পরিবর্তন করে। চলতি অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির আগে যে পূর্বাভাস তারা দিয়েছিলো তা এই নিয়ে তিনবার পরিবর্তন করলো। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, বিশ্বব্যাংক অর্থনীতির যে চ্যালঞ্জেগুলোর কথা বলছে সেগুলো তো আছে। এরপরও আমাদের বড় সমস্যা হলো দুর্নীতি। সেই অর্থ আবার পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই দুইটি নিয়ন্ত্রণ করা গেলে এখনকার চেয়ে অর্থনীতি ভালো অবস্থায় থাকতো। তার কথা, এটা আমরা অনেক দিন ধরেই বলে আসছি। ব্যাংকগুলোর খারাপ অবস্থা, রাজস্ব আহরণ হচ্ছে না। তাহলে কি অর্থনীতির চাকা ঘুরছে না? আমরা একটি সমন্বিত পরিকল্পনার কথা বলেছিলাম। ব্যাংক রেট মুক্ত করার কথা বলেছিলাম। তেমন কিছু হয়নি। এখন আমরা নির্ভর করে আছি বিশ্ব পরিস্থিতি যদি ভালোর দিকে যায় এবং প্রকৃতি মানে আল্লাহর ওপর। যদি কৃষি ভালো হয় তাহলে হয়তো কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যাবে। তবুও যদি ৫.২ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায় তাহলে সেটা হবে অনেক ভালো খবর। তবে আমার মনে হয় এই প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে বেশ চ্যালেঞ্জিং।''

অসম বিধানসভায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস, বিরোধী পক্ষের নানা সংশোধনী প্রস্তাব খারিজ, কলেজ শিক্ষকদের বিলের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ জানিয়ে বিরোধী পক্ষের সদন ত্যাগ

দি আসাম এলিমেন্টরি এন্ড সেকেন্ডারি স্কুল টিচার্স রেগুলেশন অফ পোস্টিং অ্যান্ড ট্রান্সফার আমেন্ডমেন্ট বিল ২০২৩, দি আসাম কলেজ এমপ্লয়িজ প্রবিনসিএলাইজেশন এমেন্ডমেন্ট বিল ২০২৩, দি আসাম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি আমেন্ডমেন্ট বিল ২০২৩

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে বুধবার সরকার উত্থাপন করা শিক্ষা ক্ষেত্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস হয়েছে। মূলত দি আসাম এলিমেঃটরি এন্ড সেকেন্ডারি স্কুল টিচার্স রেগুলেশন অফ পোস্টিং অ্যান্ড ট্রান্সফার আমেন্ডমেন্ট বিল ২০২৩, দি আসাম কলেজ এমপ্লয়িজ প্রবিনসিএলাইজেশন এমেন্ডমেন্ট বিল ২০২৩, দি আসাম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি আমেন্ডমেন্ট বিল ২০২৩ শীর্ষ তিনটি বিল নিয়ে এসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু। এক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের বিধায়করা ব্যাপক তৎপর হয়ে বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তবে শিক্ষামন্ত্রীর বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শনের ফলে কখনো বিধায়করা সংশোধনী প্রস্তাব নিজে তুলে নিয়েছেন আবার কখনো ভোটিং এর মাধ্যমে সেই সংশোধন প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। কলেজ শিক্ষকদের বিলের ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষ সদন ত্যাগ করা করে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

দি আসাম এলিমেন্টরি এন্ড সেকেন্ডারি স্কুল টিচার্স রেগুলেশন অফ পোস্টিং অ্যান্ড ট্রান্সফার আমেন্ডমেন্ট বিল ২০২৩ শীর্ষক বিলের বিভিন্ন দফায় সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিধায়ক অখিল গগৈ। তিনি বলেন বদলির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সরকার ১৫০০০ আবেদন পাওয়ার পরেও সেটার ক্ষেত্রে এখনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এরপর আগামী মে মাসে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে আরো নিযুক্তি দিতে চলেছে। সেই সময় যদি সেই পদগুলো পূরণ হয়ে যায় তাহলে পরিবার, চিকিৎসা কারণে বদলির জন্য আবেদন করা শিক্ষকদের কি পরিস্থিতি হবে সেই ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে ওঠেন তিনি। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু বলেন শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে পিটিআর ৩০.১ রাখাটি সরকারের দায়িত্ব। সেই আইনের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪০.১ এবং আপার প্রাইমারি বিদ্যালয়ের জন্য ৩৫.১ রাখার নিয়ম রয়েছে। তবে বর্তমান অসমে এলপির ক্ষেত্রে ২২.১ এবং ইউপির ক্ষেত্রে ২১.১ রয়েছে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে কংগ্রেস বিধায়ক ভরত নরহ বিরোধী দলপতির হয়ে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন একজন শিক্ষক কেন নিজের জেলায় বদলে যেতে পারবে না বিধায়ক আমিনুল ইসলাম ন্যূনতম ১০ বছরের পরিবর্তে সাত বছরের পর শিক্ষক বদলির পোষকতা করেন। এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু বলেন এক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষক বদলি হয়ে নিজের জেলাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। তবে ন্যূনতম দশ বছর চাকরি করার এই নিয়ম বদলানো যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন শিক্ষক বদলি হয়ে যাওয়ার পর তার সিনিয়ররিটি চলে যাবে কেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের কারণ কি জানতে চান তিনি। বিধায়ক অখিল গগৈ একই বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু বলেন সরকার যদি বদলিকরণ করে তাহলে শিক্ষকের সিকিউরিটি থাকবে। কিন্তু নিজের প্রযোজনে বদলি নিলে সেটা থাকবে না। তবে মন্ত্রীর উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে বিধায়ক অখিল গগৈ সংশোধনী প্রস্তাব ফিরিয়ে না নেওয়ার ফলে ভোটিং এর মাধ্যমে সেই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। বদলির ক্ষেত্রে গন্ডগোল করে দোষী সাব্যস্ত হলে এক লক্ষ টাকার জরিমানা কমিয়ে আনারও দাবি জানান তিনি। সেটাও না মেনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করেই শিক্ষকের বদলি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে সরকার।

দি আসাম কলেজ এমপ্লয়িজ প্রবিনসিএলাইজেশন এমেন্ডমেন্ট বিল ২০২৩ শীর্ষক বিলের ক্ষেত্রেও দফায় দফায় বিরোধীপক্ষ সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এই বিষয়ে বিধায়ক অখিল গগৈ সংশোধনী প্রস্তাব এনে বলেন কলেজ শিক্ষকদের নিযুক্তির ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির ক্ষমতা কর্তন করা হচ্ছে। মূলত কলেজ শিক্ষকদের নিযুক্তির ক্ষেত্রে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠন করার ব্যবস্থা বাতিল করে পূর্বের অবস্থা বহাল রাখার দাবি জানান তিনি। এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু বলেন রিক্রুটমেন্ট এবং এপয়েন্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে তফাৎ রয়েছে। নিযুক্তি দেওয়া এবং বাছাই করা দুটো পৃথক বিষয়। গোবর্ণিং বডি কোনদিনও কলেজ শিক্ষকদের নিযুক্তি দেয়নি। তবে বাছাই করেছে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা বিভাগ কলেজ শিক্ষকদের নিযুক্তি দিয়েছে। তিনি বলেন প্রার্থীরা বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা দিতে যেতে হয়। তাছাড়া একই প্রার্থী বিভিন্ন কলেজে নির্বাচিত হওয়ার ফলেও সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর সমাধানের উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে। তবে এরপরেও বিধায়ক অখিল গগৈ সংশোধনী প্রস্তাব তুলে নেননি। ফলে ভোটিং এর মাধ্যমে সেটা খারিজ করে দেওয়া হয়।

বিলের অন্য একটি দফায় সংশোধনী এনে কংগ্রেস বিধায়ক রকিবুল হুসেন কলেজ শিক্ষকদের নিযুক্তির ক্ষেত্রে সরকার বিকেন্দ্রীকরণের প্রথা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন। এক্ষেত্রে বিধায়ক অখিল গগৈ শিক্ষকদের বাছাই করার ক্ষেত্রে ওয়েট লিস্ট ব্যবস্থা চালু করার দাবি জানান। তাছাড়া বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, বিধায়ক আমিনুল ইসলাম সংশোধনী উত্থাপন করেছেন। বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার বলেন এর মাধ্যমে সরকার কলেজের গোভর্নিং বডির অধিকার খর্ব করার প্রয়াস করছে। বিধায়ক আশরাফুল হোসেন কলেজ শিক্ষকদের নিযোগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা কি হবে সেটা জানতে চেয়ে বলেন নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষকতা করতে আসা প্রার্থীদের ফের পরীক্ষা নিতে চলেছে সরকার। একইভাবে বিধায়ক রফিকুল হোসেন বলেন নেট পরীক্ষায় যোগ্যতা পাওয়া শিক্ষকদের কি ব্যবস্থায় ফের পরীক্ষা নেওয়া হবে সে ক্ষেত্রে ধোঁয়াশা রয়েছে। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন এই বিষয়টি জানতে পেরে কলেজ শিক্ষক সংস্থা আপাতকালীন বৈঠক অনুষ্ঠিত করে সরকারকে বেশ কিছু প্রস্তাব দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে সরকার চিন্তা ভাবনা করছে কিনা সে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু বলেন কলেজ শিক্ষকদের নিযুক্তির ক্ষেত্রে ওয়েট লিস্টের ব্যবস্থা নেই। ওয়েট লিস্টে ব্যবস্থা থাকলে গন্ডগোলের সুযোগ থাকে। সরকারি সিদ্ধান্তে কলেজ এবং প্রার্থীরা সুখী বলে উল্লেখ করেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন গভর্নিং বডি বাছাই প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত করার সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করা, বিষয় শিক্ষক জোগাড় করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। তবে সরকারের ব্যবস্থার ফলে সেই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। শিক্ষকের যোগ্যতা ইউজিসি নির্ধারণ করে দেওয়া অনুসারে হবে। তাছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের গ্রেডিং ব্যবস্থা থাকার ফলে নিযুক্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা প্রযোজনীয়। তাছাড়া বর্তমানের ছাত্রছাত্রীরা বেশি নম্বর লাভ করছে। এই সমস্যা গুলো মাথায় রেখে অসমে একই গ্রেডিং ব্যবস্থা শুরু করার জন্য রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে সরকার বৈঠকে মিলিত হয়ে এর উপায় খুঁজে বের করার প্রয়াস করছে বলে জানান তিনি। শিক্ষা মন্ত্রী বলেন রাজ্যে বর্তমান ৩৭৭ মহাবিদ্যালয় রয়েছে। এর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ফলে বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানকে শিক্ষাগতভাবে বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিলে সরকার সব ধরনের সহায় সহযোগিতা করবে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু।

অবশেষে এই বিলটি সরকার পাস করার ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ নির্দেশ দেওয়ার পরেই বিরোধীপক্ষের বিধায়করা বিধানসভা ত্যাগ করে নিজেদের প্রতিবাদ জানান। অন্যদিকে দি আসাম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি আমেন্ডমেন্ট বিল ২০২৩ শীর্ষক বিলের ক্ষেত্রেও বিরোধীপক্ষের বিধায়করা বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাব আনলেও সেটা অবশেষে বিধানসভায় পাস হয়ে যায়।

অসম চুক্তি, বিদেশ বিষয় উত্থাপন করা কংগ্রেসকে ভূতের মুখে রাম নাম বলে মন্তব্য মন্ত্রী অতুল বরার

উত্তাল অধিবেশন, ক্ষোভিত কংগ্রেসের বিধানসভা বয়কট

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ফের উত্তাল হয়ে উঠল অসম বিধানসভার অধিবেশন। অসম চুক্তি রুপায়ন এবং বিদেশি সমস্যা সমাধানের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শাসক পক্ষ বিজেপি এবং বিরোধীপক্ষ কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাপক তর্ক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তীব্র বিতর্কর মধ্যেই ক্ষোভিত কংগ্রেসের বিধায়করা অবশেষে বিধানসভা বয়কট করেছেন। কংগ্রেসের তরফে অসম চুক্তি রুপায়ন, অসমীয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ, বিদেশি সমস্যা সমাধান ইত্যাদি বিষয়গুলো উত্থাপন করার ফলে এটাকে ভূতের মুখে রাম নাম বলে অভিহিত করেছেন মন্ত্রী অতুল বরা। তিনি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন বাংলাদেশ থেকে মানুষ আসার রাস্তা কংগ্রেস খুলে দিয়েছিল। অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে বুধবার প্রশ্নোত্তর কালে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া অসম চুক্তির ৫ নম্বর দফা অনুযায়ী বিদেশী নির্ধারণের জন্য ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ চূড়ান্ত দিন বলে ধার্য করা রয়েছে। অথচ ২০১৯ সালে নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত একটি তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অসম সরকারের স্মৃতি কি অথবা সরকার কিভাবে বিদেশি বিতারণের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেবে সেটা জানতে চান তিনি। তাছাড়া অসমীয়ার সংজ্ঞা অতি শীঘ্র নির্ধারণ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

এর জবাবে কৃষি তথা অসম চুক্তি রুপায়ন মন্ত্রী অতুল বরা বলেন ১৯৮৫ সালে অসম চুক্তি রুপায়ন হয়েছিল। সেখানে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীরও স্বাক্ষর রয়েছে। সে সময়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার ছিল। এরপর আইএমডিটি আইন নিয়ে আসার ফলে অসম চুক্তি রূপায়ণ করতে পারেনি তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। ফলে এবার কংগ্রেসের বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন নিজের বিবেককে প্রশ্ন করা উচিত। এক্ষেত্রে দিল্লির কংগ্রেসের শীর্ষকর্তাদের তাকে প্রশ্ন করা উচিত বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী অতুল বরা।

মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর লাফিয়ে ওঠেন কংগ্রেসের প্রতি জন বিধায়ক। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিধায়করা ব্যাপক শোরগোল করে বিধানসভার পরিস্থিতি উত্তাল করে তোলেন। এরই মধ্যে মন্ত্রী অতুল বরা নিজের বক্তব্য অব্যাহত রেখে বলেন এই বিষয়ের ক্ষেত্রে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সিরিয়াস। অসম চুক্তি স্বাক্ষর হলো কিন্তু সঙ্গে আইএমডিটি আইন বলবৎ হয়ে গেছিল। এটা এক দীর্ঘকালীন সময়। কংগ্রেস সরকার থাকাকালীন এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। সে সঙ্গে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে মন্ত্রী বলেন, সরকারে থাকাকালীন বাংলাদেশ থেকে মানুষ আসার রাস্তা খুলে দিয়েছিল কংগ্রেস।

মন্ত্রীর এই অভিযোগের পর অত্যাধিকভাবে প্রতিবাদ জানান কংগ্রেসের বিধায়করা। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন আইএমডিটি আইন ২০০৫ সালে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশি সংক্রান্তে দুটো আইন রয়েছে যেটা পরস্পর বিরোধী। এর জন্য সরকারের কাছে কোন উত্তর নেই। এর জবাবে মন্ত্রী অতুল বরা বলেন ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে সরকার একটি সাব কমিটির গঠন করে দিয়েছে। সেই কমিটিতে তিনি স্বয়ং অধ্যক্ষ হিসেবে থাকা ছাড়াও মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা, মন্ত্রী অজন্তা নেওগ এবং আসুর নেতৃবৃন্দ রয়েছেন বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন এই কমিটির ইতিমধ্যে ৪ বার বৈঠক সম্পূর্ণ হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো দুবার বৈঠকের প্রয়োজন এতে রয়েছে। এরপরই এই বিষয়ে এক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। অসম চুক্তি রুপায়নের ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ভবিষ্যতেও এক্ষেত্রে সরকার তৎপর থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার বলেন কংগ্রেসের পর অসম গণপরিষদ ১০ বছর শাসনে থাকার পর ফের বিজেপির সঙ্গে গত সাত বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। অসম গণপরিষদ মোট ১৭ বছর ধরে শাসনে থাকার পরেও এই সংক্রান্তে কংগ্রেসকে দোষারোপ করা হচ্ছে। বর্তমান সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে মামলা অব্যাহত রয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

এর জবাবে মন্ত্রী অতুল বরা বলেন কা অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি কেন্দ্রীয় সরকার এনেছে। ফলে এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কিছু করার ক্ষমতা নেই। ফের কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদার বলেন অসম সরকার অসম চুক্তির ক্ষেত্রে দুটো স্থিতি কিভাবে নিতে পারে। এক্ষেত্রে মন্ত্রী বলেন অসম চুক্তি, বিদেশ সমস্যা ইত্যাদি বিষয় উত্থাপন করা কংগ্রেসকে ভূতের মুখে রাম নাম নেওয়া বলে তার মনে হচ্ছে। তবে মন্ত্রী অতুল বরার এই মন্তব্যের পরেই কংগ্রেসের বিধায়করা নিজের আসন ছেড়ে এক এক করে অধ্যক্ষের আসনের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ জানানোর পর অবশেষে তারা সদন ত্যাগ করেছেন। এরপর মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন সাত বছর ধরে তিনি যুব কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু সেই সাত বছর অসম চুক্তি নিয়ে কংগ্রেস একবারও আলোচনা করেনি। কা আঃেদালন হওয়ার পরে এবার কংগ্রেসকে অসম চুক্তি নিয়ে সরব হতে দেখা যাচ্ছে। তিনি কংগ্রেস ছেড়ে ভালো কাজ করেছেন বলে, মন্তব্য করেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। এক্ষেত্রে অখিল গগৈ প্রতিবাদ শুরু করার পর এর জবাবে তৎপর হয়ে ওঠেন বিজেপি বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি। অবশেষে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি দুই পক্ষকে শান্ত করিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

সম্পাদকীয়

কয়েক বছরের বিরতির পর যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচারণায় উত্তর কোরিয়ার আক্রমণাত্মক মনোভাব

২০২২ সাল থেকে উত্তর কোরিয়া নজিরবিহীনভাবে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপন অব্যাহত রেখেছে। দেশটি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের হুমকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রুততার সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডারের সম্প্রসারণ করছে। কিন্তু এই কার্যক্রম চলার সময় তারা ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রদর্শনে খুব একটা ইচ্ছুক ছিল না। তবে এখন মনে হচ্ছে, এ বিষয়টিতে পরিবর্তন আসছে। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়ার বড় আকারের সামরিক মহড়া চলাকালে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম বেশ খানিকটা আক্রমণাত্মক সুরে যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী মনোভাবের প্রচারণা চালিয়েছে। যা আগের সংঘাতপূর্ণ সময়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ, উভয় ধরনের সংবাদমাধ্যমেই কড়া ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমগুলো সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত বেশ কিছু সমাবেশের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। যেখানে দাবি করা হয়েছে, উত্তর কোরিয়ার অসংখ্য তরুণ সামরিক বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য ভিড় জমিয়েছেন। উত্তর কোরিয়ার কেন্দ্রীয় সংবাদ এজেন্সির (কেসিএনএ) খবর অনুযায়ী, প্রায় ১৪ লাখ তরুণ-তরুণী গত মাসের তিন দিনে উত্তর কোরিয়ার সামরিক বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় যোগ দেওয়া বা পুনরায় যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের অদম্য ইচ্ছাশক্তি যুদ্ধের উন্মাদনাকে নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবে. বলেছে কেসিএনএ। বিশ্লেষকদের মতে, যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে তা দীর্ঘ সময় উত্তর কোরিয়ার ধরে রাখা ধৈর্যশীল মনোভাবে পরিবর্তন আসার ইঙ্গিত দেয়। ওই সময়টায় দেশটি করোনাভাইরাস মহামারি ও এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অর্থনৈতিক সমস্যার মতো অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে নজর দিয়েছে। উত্তর কোরিয়ার গণমাধ্যম বিশ্লেষক র‍্যাচেল মিনইয়ং লি বলেন, প্রশ্ন হলো, এ সব কিছু কোন দিকে এগোচ্ছে। লি মত প্রকাশ করেন, এ ধরনের আক্রমণাত্মক ভাষার ব্যবহারের সিদ্ধান্তটি খুব সম্ভবত উচ্চ পর্যায় থেকে এসেছে। তবে এর সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসবে কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয়। ভিয়েনাভিত্তিক ওপেন নিউক্লিয়ার নেটওয়ার্কের বিশ্লেষক লি আরও বলেন তারা অনেক বড় বড় কথা বলে, কিন্তু তার মানে এই না যে, সে অনুযায়ী পদক্ষেপও তারা নেবে। সর্বশেষ এ ধরনের আক্রমণাত্মক বাগাড়ম্বর ব্যবহার দেখা গিয়েছিল ২০১৭ সালে। সে সময় উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প নিয়মিত একে অপরকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করতেন এবং পারমাণবিক হামলার হুমকি দিতেন। ২০১৮ সালে কিম ট্রাম্পের সঙ্গে এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগ দেওয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মুন জায়েইনের সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর এই অস্থিরতার অবসান হয়। লির মতে, কিম সম্ভবত তাঁর দেশকে একটি দায়িত্বশীল পারমাণবিক সক্ষমতাসম্পন্ন দেশ হিসেবে তুলে ধরার ইচ্ছা পোষণ করেন, যা তাঁর সাম্প্রতিক আচরণের পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। লি আরও বলেনতবে মুল বিষয় হচ্ছে, তিনি বিশ্বকে দেখাতে চাইছেন যে, উত্তর কোরিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করা হলে তারা তাদের পারমাণবিক আইনকে কার্যকর করে দেখাবে।

ইরানে পুলিশের গুলিতে অন্ধ হয়ে গেছেন যেসব তরুণ-তরুণী

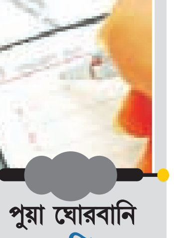

পুয়া ঘোরবানি
প্রাবন্ধিক

এক যুবতী নারী হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। তার ডান চোখে ব্যান্ডেজ। বাম চোখটি বন্ধ, মুখ কাঁপছে। ব্যথায় তিনি কাতরাচ্ছেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে মাশহাদের কাছে ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এক শহরে বিক্ষোভ চলার সময় এলাহে তাভোকোলিয়ান ইরানি নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে আহত হন।

ঐ ঘটনায় পিএইচডি ডিগ্রির এই ছাত্রী তার ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।

ঐ ঘটনার তিন মাস পর এলাহে তাভোকোলিয়ান ইনস্টাগ্রামে তার জীবনের ঐ কঠিন অধ্যায়ের ওপর একটি ভিডিও শেয়ার করার সাহস সঞ্চয় করেন।

তোমরা আমার চোখের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলে। কিন্তু আমার হৃদপিণ্ড এখনও সচল রয়েছে, ঐ পোস্টে তিনি লিখেছেন। আমাকে দৃষ্টিহীন করার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। কিন্তু এই ঘটনা বহু লোকের চোখ খুলে দিয়েছে।

আমার হৃদয়ের গভীরে থাকা আলো আর আগামীতে সুদিনের আশা আমার মুখে হাসি ফোটাবে। কিন্তু তোমাদের হৃদয় এবং তোমাদের সেনাপতির হৃদয় দিন দিন অন্ধকারে ডুবে যাবে।

কিছুদিনের মধ্যে আমি পাবো একটি কাঁচের চোখ, আর তোমরা পাবে পদক।

এলাহে সম্প্রতি ইরান ছেড়ে চলে গেছেন এবং তার খুলিতে ঢুকে থাকা একটি বুলেট অপসারণের জন্য ইতালিতে তার একটি বড় অপারেশন হয়েছে। হাসপাতালের বিছানা থেকে তিনি নিজের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন : এই ঘটনা বর্ণনা করার জন্যই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।

অপারেশনের পর তিনি বিবিসি ফার্সিকে বলেছেন, তিনি ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে বুলেটটি দেখানোর পরিকল্পনা করছেন।

গত সেপ্টেম্বরে 'সঠিকভাবে' মাথার স্কার্ফ পরতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে পুলিশের হেফাজতে কুর্দি তরুণী মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর থেকে হাজার হাজার মানুষ ইরানের ধর্মভিত্তিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন।

হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সি (এইচআরএএনএ) বলছে, এরপর যে পুলিশি ধরপাকড় শুরু হয় তাতে প্রায় ২০,০০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অন্তত ৫০০ জন নিহত হন। পুলিশের গুলিতে যেসব তরুণ-তরুণী অন্ধ হয়ে গেছেন তারা বলছেন, বেছে বেছে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল।

কিন্তু ইরানের দাঙ্গা পুলিশের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসান কারামি সম্প্রতি ইরানি গণমাধ্যমে এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তিনি বলেন, তার বাহিনীর বিরুদ্ধে 'ইচ্ছাকৃতভাবে' প্রতিবাদকারীদের মুখে গুলি চালানোর অভিযোগগুলি আসলে 'অপপ্রচার।'

যাদের মুখে গুলি লেগেছে আইনের ছাত্র গজল রঞ্জকেশ তাদের একজন। নভেম্বরে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বন্দর আব্বাসে তার গুলি লাগে।

এই ঘটনা সবাইকে জানানোর জন্য ২১ বছর বয়সী গজলই প্রথম সোশ্যাল মিডিয়ায় তার আঘাতের বিষয়ে প্রকাশ্যে ভিডিও পোস্ট করেছিলেন।

হাসপাতালের বিছানা থেকে তিনি যে ভিডিওটি শেয়ার করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তার ডান চোখ থেকে রক্ত ঝরছে। কিন্তু তিনি তখনও আঙ্গুল দিয়ে বিজয়সূচক ভি চিহ্ন দেখাচ্ছেন।

এই ভিডিওটি ভাইরাল হয়, দেশবিদেশে ইরানিরা দেখতে পান যে কীভাবে তরুণদের বন্দুকের নিশানা করা হচ্ছে।

আমাকে যখন গুলি করছিলে তখন তোমার মুখে হাসি ছিল কেন? ভিডিওর পোস্টে লিখেছেন গজল।

কিন্তু গজলের এই পোস্টের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এক অনন্য ঘটনা।

একইভাবে আঘাত পেয়েছেন যেসব নারী-পুরুষ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ঘটনা শুধু তাদের জীবনেই ঘটেনি। ট্রমায় সাহায্য পাওয়ার জন্য তারা অনলাইনে একই ধরনের কিছু মানুষকে খুঁজে পান।

ইনস্টাগ্রামে ফার্সি ভাষায় গজল যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে লেখা হয়েছে : চোখের পলক ফেলার শব্দ যে কোনও চিৎকারের চেয়েও বেশি উচ্চকিত।

সম্প্রতি তিনি নিজের কিছু নতুন ছবি পোস্ট করেছেন। ভালভাবে লক্ষ্য না করলে ছবিগুলি দেখে মনে হবে এগুলো ফ্যাশন ফটোগ্রাফি।

এখনও অসহ্য ব্যথা রয়েছে, কিন্তু এতে একসময় অভ্যস্ত হয়ে যাবো, তিনি লিখেছেন। আমার জীবন চলতে থাকবে কারণ আমার কাহিনী এখনও শেষ হয়নি। আমাদের বিজয় এখনও আসেনি ঠিকই, তবে প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে।

গজলকে একটি কৃত্রিম চোখ দেয়া হয়েছে, এবং এর সাথে খাপ খাওয়ানোর সময় তিনি তার কঠোর সংগ্রামের কথা লিখেছেন। তিনি জানালেন, মুখাবয়বের ক্ষতের সাথে তিনি মানিয়ে নিয়েছেন এবং এমনকি এনিয়ে কিছুটা গর্বও অনুভব করেছেন। তবে প্লাস্টিক সার্জারি করাটা ছিল প্রচণ্ড বেদনাদায়ক।

কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে লড়াকু মনোভাব। একটি চোখ নিয়েই আমি স্বাধীনতার সাক্ষী থাকবো, লিখেছেন তিনি।

ইরানজুড়ে এভাবে মোট কতজন মানুষ আহত হয়েছেন তার সঠিক হিসেব কেউ জানে না।

হাসপাতাল থেকেই গ্রেপ্তার হতে পারেন এই ভয়ে অনেক বিক্ষোভকারী চিকিৎসা সেবা নিতেও ভয় পেয়েছিলেন।

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা হিসেব করে বের করেছে, একই রকম আহত অন্তত ৫০০ জন গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে তেহরানের তিনটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

তেহরানের এক স্ট্রিট পারফর্মার মোহাম্মদ ফারজি (৩২) সেপ্টেম্বরে গুলিবিদ্ধ হন। বার্ডশট বা ছররা গুলি তার চোখে ঢুকে যায়। এনিয়ে আমার কোন অনুতাপ নেই, বলছিলেন তিনি। আমি গর্বিত যে মানুষের মুক্তির জন্য আমি আমার চোখটা উৎসর্গ করতে পেরেছি।

গ্রেফতারের ঝুঁকি মাথায় নিয়েই ফারজি হাসপাতালে গিয়েছিলেন এবং তার চোখটিকে বাঁচানো সম্ভব হতো। কিন্তু তার টাকা-পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ায় তৃতীয় দফা অপারেশনের আগে তার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায়।

মূল সমস্যা হল আর্থিক, মানসিক এবং মেডিকেল চিকিৎসা, তিনি উল্লেখ করেন। হাসপাতালের ফি বাবদ তার দু'হাজার ডলার সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

ডা. মোহাম্মদ জাফর ঘামপানাহ প্রায় ৪০০ জন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞদের একজন যারা একটি আনুষ্ঠানিক আবেদনপত্রে সই করেছেন। আবেদনপত্রে আহতদের প্রতি আরও বেশি চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দৃষ্টিহীন বিক্ষোভকারীরা চির জীবনের জন্য সমাজের চোখে দোষী হয়ে থাকবেন, বলছেন তিনি।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই যুবক-যুবতীরা ইরানের ক্র্যাকডাউনের জীবন্ত প্রমাণ হয়ে বেঁচে থাকবেন, সম্প্রতি এক ভিডিওতে তিনি বলেন। ঐ ভিডিওটিও ভাইরাল হয়েছে।

মোহাম্মদ ফারজি নিশ্চিত যে অনলাইনে তিনি মানুষের কাছ থেকে যে সমর্থন পেয়েছেন তা বাস্তব জীবনে বন্ধুত্বে পরিণত হবে।

আরেকজন আহত নারী কোসার ইফতেখারিকে সাথে নিয়ে এলাহে তাভোকোলিয়ানকে হাসপাতালে দেখতে তিনি প্রায় ৯০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। এলাহের সামনে একটা বড় অপারেশন ছিল।

এই সামান্যটুকুই আমরা একে অন্যের জন্য করতে পারি, বলছেন তিনি। আমরা একে অন্যের ব্যথা, কষ্ট সম্পর্কে জানি। এজন্যই আমাদের একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে আহত সবাই বিজয়ের ভি চিহ্ন তুলে ধরেছেন।

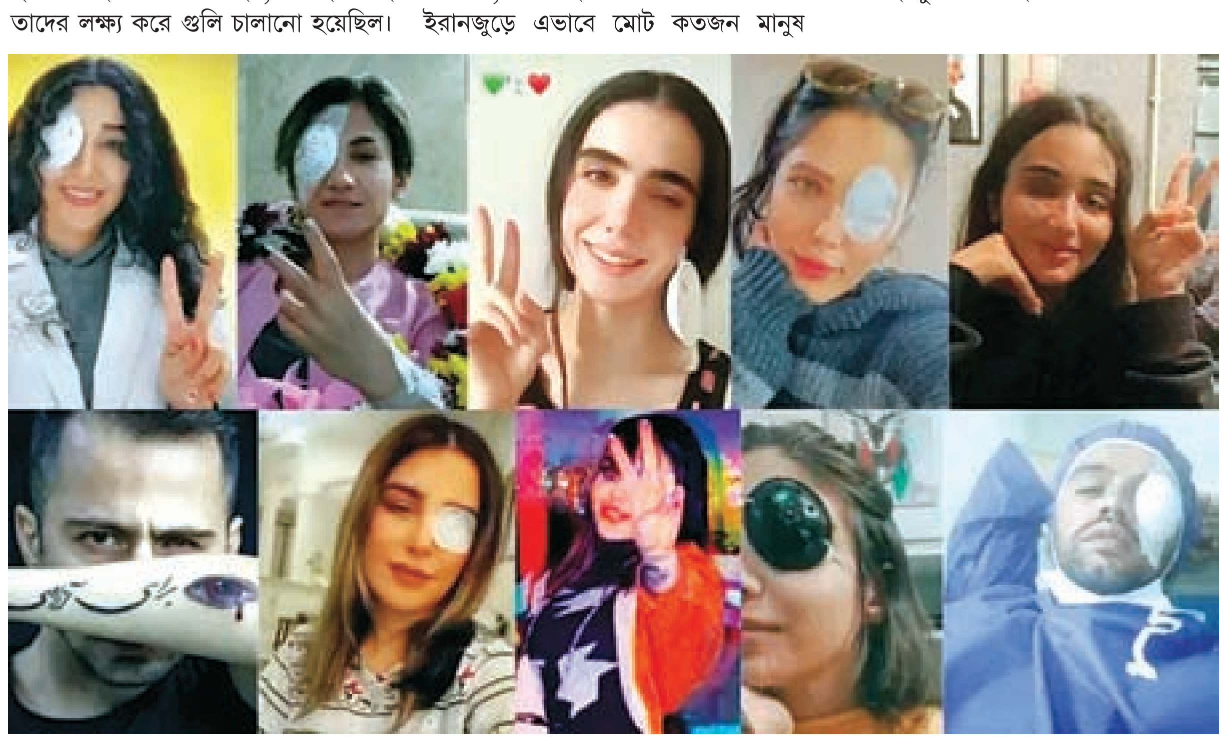

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কে লেখা খোলা চিঠি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি,

আপনার প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা রেখে সবিনয়ে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে দু চারটি কথা নিবেদন করছি। আপনাকে এই চিঠি লেখার কারণ, আমি প্রচন্ড শ্রদ্ধা করি আপনাকে এবং আপনাকে একজন প্রকৃত দেশের সেবক হিসেবে সম্মান করি।

আপনি কেমন আছেন, মোদীজি? শুনেছি আপনি নাকি খুব কম সময় ঘুমান। শুনেছি এটা নাকি আপনার অভ্যাস। আজকাল আমারও ঘুম আসে না, মোদি জি। আপনার অভ্যেস নেই বেশিক্ষন ঘুমানোর আর আমি মাঝে মাঝে দেশের কথা ভেবে শিউরে উঠি, রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে বসি। শূন্য দৃষ্টিতে মাথার ওপর ঘূর্মায়মান পাখার দিকে তাকিয়ে থাকি। শিউরে উঠি এটা ভেবে যে আমি এবং আমরা আমাদের আগামী প্রজন্ম কে কি এবং কেমন সমাজ ব্যবস্থা দিয়ে যাচ্ছি? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি সবই জানেন এবং বোঝেন। কারণ আপনি শাসক নন, আপনি দেশহিতৈষী, মানবকল্যাণব্রতী। আপনি দরদী, আপনি একধারে প্রচন্ড সাহসী, একধারে একজন হৃদয়বান। আমি জানি দেশের কোথাও দুঃখজনক ও খারাপ কিছু ঘটলে, অন্যায় ও মানবতার অপমান হলে আপনার হৃদয়েও গভীর রক্তক্ষরণ হয়।শুনেছি আগামী নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বিভিন্ন দেশের বড়ো বড়ো মাথারা আপনাকে মনোনীত করেছেন। 'শান্তি পুরস্কার', ঠিক কেমন ধরণের শান্তি ঠিক জানা নেই। হাওড়ার শিবপুরের মতন শান্তি? রিসড়ার মতন শান্তি? আপনি তো জানেন কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে? ব্যবস্থা নিন মোদি জি, দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিন। একমাত্র আপনি পারবেন। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যায়কারীদের আপনি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। অনেক কিছু আশা করি আপনার থেকে। আর কার কাছেই বা করবো?

নীতিশ কুমার - দক্ষিণ বলয়ে যার কোনো গ্রহণ যোগ্যতা নেই। যার সব সময় অন্য এক রাজনৈতিক দলের সাহায্য প্রয়োজন হয়। স্তালিন-তার আবার হিন্দি বলয়ে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, মমতা ব্যানার্জী - একটা দুর্নীতি গ্রস্থ রাজনৈতিক দল। পশ্চিমবঙ্গে ১২ বছরের শাসন কালে একটা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা কে পায়ের নীচে পিষে ফেলা হয়েছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল - সেও সমস্ত কিছু বিনা পয়সায় পাইয়ে দেওয়ার সস্তার রাজনীতি করে দেশের অর্থ ব্যবস্থা কে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে। দিল্লির দাঙ্গার কালো দাগ যার জামায় এবং গলার মাফলারে বেশ কিছুটা লেগেছে। শেষে রাহুল গান্ধী - ইনি যে আর কতদিন যুবক হিসেবে বিবেচিত হবেন, জানা নেই। আপনার বিরোধিতা করতে করতে, ইনি দেশের বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন। ইনি যে পার্টির সর্বেসর্বা, সেই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব এখন ঘোর সংকটে। আর কেই বা বাকি থাকলো?

আপনিই আজ ভারত। আপনি আমাদের অগ্রগামী ভারতের রূপকার, পথপ্রদর্শক। আপনি যা পারেন, যা পারবেন আর কেউ তা পারে না, পারবে না। তাই সব কিছুতেই আমাদের আপনার ওপর ভরসা, আপনার ওপর নির্ভরতা। পাকিস্তান অধিকৃৎ কাশ্মীর কে ভারতের সীমার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য আপনি নাকি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, নির্বিদ্বিধায় বলা যেতে পারে, যদি ব্যাপারটা সম্ভব হয়, সেটা একমাত্র আপনি করতে পারেন। কিন্তু এখন এখন আমার দেশের অভন্তরীণ ব্যবস্থা কি কি খুব শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে? ভেবে দেখবেন। কেমন আছে আসাম, কেমন আছে পশ্চিমবঙ্গ, কেমন আছে তামিলনাড়ু, কেমন আছে ঝাড়খন্ড? কথায় কথায় রেল অবরোধ, কথায় কথায় জাতীয় সড়ক অবরোধ, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করে দেওয়া তো এখন দৈনিক সামান্য ব্যাপার। ছোটো ছোটো রাজনৈতিক দল কিংবা কিছু গোষ্ঠীর মানুষ সরকারি ব্যবস্থা কে নিজের পায়ের তলায় টেনে নামাচ্ছে। রিজার্ভেশন এর নামে দেশ প্রচুর রক্তক্ষয় দেখেছে। আইনের শাসন সুনিশ্চিত করুন আপনি। কেও যেন আংদোলনের নামে, রিজার্ভেশনের নামে সরকার কে বাধ্য না করতে পারে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন কে প্রভাবিত না করে। আপনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। হিংসার রাজনীতি দেখতে দেখতে আমরা ক্লান্ত, মোদি জি। বর্তমানে জি২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারত হল সবচেয়ে দ্রুত অর্থনীতির দেশ। ব্রিটেন কে ষষ্ঠ স্থানে ঠেলে, ভারত আজ পঞ্চম স্থানে। স্মার্টফোন ডেটা কনজিউমারের দিক থেকে আজ ভারত বিশ্বের এক নম্বরে। কিন্তু ভারতে এক শ্রেণীর মানুষ কে শুধু গরিব থেকে আরও গরিব হতে দেখছি। আরেক শ্রেণীর মানুষ ধনী থেকে আরও ধনী হচ্ছে। এইরকমই কি হওয়া উচিত বলে মনে করেন আপনি? যখন দেখি, একটা ছোটো বাচ্চা ছেঁড়া নোংরা জামা গায়ে, পিজ্জা দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁচের শো কেস এ রাখা রকমারি সুস্বাদুর খবরের দিকে করুন ভাবে তাকিয়ে আছে, তখন নিজেকেই প্রশ্ন করি, আমাদের দেশের অর্থনীতি কি সত্যি পঞ্চম স্থানে? তখন মনে হয় ওই অভুক্ত বাচ্চা কিংবা তার মা পাকিস্তান অধিকৃৎ কাশ্মীর কে নিজের দেশের সীমানায় অন্তরভুক্ত করতে চাইবে না ওই ফ্যাল ফ্যাল করে সুদৃশ্য কাঁচের বাক্সে রাখা রকমারি খাবার খেতে চাইবে?

বিশ্বরূপ দাস

জানা অজানা

আফগান নারীদের জাতিসংঘে কাজ করা নিষিদ্ধ করেছে তালিবান

আফগানিস্তানের তালিবান কর্মকর্তারা জাতিসংঘকে জানিয়েছেন, তারা আফগানিস্তানে জাতিসংঘের জন্য নারীদের কাজ করা নিষিদ্ধ করেছে। মঙ্গলবার জাতিসংঘ দেশটির নারীদের অধিকার এবং চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত তালিবানের সর্বসাম্প্রতিক আদেশ সম্পর্কে এ সংবাদ জানায়।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে জাতিসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল যে, বিশেষ এই নিষেধাজ্ঞাটি আসবে। ২০২২ সালের ২৪ ডিসেম্বর আফগান দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা গোষ্ঠীর সাথে নারীদের কাজ করা নিষিদ্ধ করেছিল তালিবান। কিছু আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা এই নির্দেশের পরে তাদের কার্যক্রম স্থগিত করেছে। জাতিসংঘ সেই সময়ে আশঙ্কা করেছিল, পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে এই নিয়ম চালু হবে, যা এখন কার্যকর হলো।

আফগানিস্তানে জাতিসংঘের সহায়তা মিশন ইউএনএএমএ তাদের প্রাথমিক বিবৃতিতে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, জাতিসংঘের নারী কর্মীদেরকে নানগারহার প্রদেশে কাজে যোগ দিতে বাধা দেয়া হচ্ছে। ইউএনএএমএ এবং ডুজারিক উভয়েই জাতিসংঘের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য নারী কর্মীদের জটিল মূল্যের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির অনুমান, প্রায় ২ কোটি আফগান চরমভাবে খাদ্যঅনিরাপত্তায় আছে। এর মধ্যে ৬০ লাখের বেশি মানুষ দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতির দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। আফগানিস্তানে জাতিসংঘের প্রায় ৪ হাজার কর্মী রয়েছে, যার মধ্যে ৩ হাজার ৩০০ জন আফগান নাগরিক। তাদের মধ্যে প্রায় ৪০০ জন আফগান নারী এবং ২০০ জন আন্তর্জাতিক নারী কর্মী রয়েছে।

সাময়িকী

জলের উৎস কমছে ঢাকায়

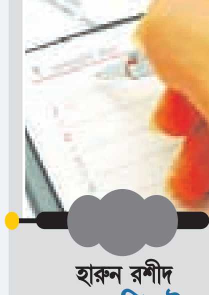

হারুন রশীদ
কলামিস্ট

ঢাকায় জলের উৎস দিন দিন কমে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ জলের স্তরও অনেক নিচে নেমে গেছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, শহরে কমপক্ষে ১৫ ভাগ প্রাকৃতিক জলাধার থাকা দরকার। কিন্তু বাস্তবে তা চার-পাঁচ ভাগেরও কম। মঙ্গলবার বঙ্গবাজারে আগুনের ঘটনায় ঢাকায় জল সংকটের বিষয়টি সামনে আসে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নেভানোর জন্য জলের কোনো উৎস পাচ্ছিলেন না। তারা তাদের রিজার্ভ থেকে পাঁচ হাজার লিটার জল নিয়ে প্রথমে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। কিন্তু ওই জল শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা সংকটে পড়েন। মার্কেটটিতে আন্ডারগ্রাউন্ডে জলের কোনো রিজার্ভার ছিলো না। রাস্তার পাশেও নেই কোনো ফায়ার হাইড্রেন্ট। আশাপাশে কোনো উন্মুক্ত জলাধারও নেই। পাশের ওসমানি উদ্যানের পুকুরটিতেও জল নেই। সব মিলিয়ে চরম এক সংকটে পড়েন তারা। শেষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের পুকুর থেকে দীর্ঘ জলের পাইপ লাইন টেনে জল আনে ফায়ার সার্ভিস। আর হেলিকপ্টারে করে জল আনা হয় হাতিরঝিল থেকে। এর আগে বসুন্ধরা সিটিতে আগুনের সময়ও হাতিরঝিল থেকে জল আনতে হয়েছিলো। ঢাকা ওয়াসা এখন ভূগর্ভস্থ জলেই বেশি কাজে লাগাচ্ছে। গত ২৩ জানুয়ারি স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম সংসদে জানিয়েছেন, ঢাকার ভূগর্ভস্থ জলের স্তর প্রতিবছর দুই থেকে তিন মিটার নিচে নেমে যাচ্ছে বলে ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং-এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে। বর্তমানে ঢাকা শহরের ভূগর্ভস্থ জলের স্তর এলাকাভেদে ৩৮ মিটার থেকে ৮২ মিটার নিচে। আর ঢাকা ওয়াসা শহরে ৬৬ শতাংশ ভূগর্ভস্থ এবং ৩৪ শতাংশ ভূউপরিস্থ জল সরবরাহ করছে। ২০২৫ সালের মধ্যে রাজধানীতে ভূগর্ভস্থ জলের উৎসের ওপর নির্ভরতা ৩০ ভাগে নামিয়ে আনতে না পারলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করবে। ভূ-উপরিস্থ জল হতে হবে ৭০ ভাগ।

ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য মতে, ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকায় খালের সংখ্যা ৪৭। তবে রিভার অ্যান্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টারের হিসাব অনুযায়ী, ঢাকা শহরে ৫৬টি খালের অস্তিত্ব থাকলেও তার সবই মৃতপ্রায়। এর মধ্যে দখল হয়ে যাওয়া ২৬টি খাল উদ্ধারের পরিকল্পনা দিয়েছে দুই সিটি কর্পোরেশন। বাকি খালগুলোর অস্তিত্ব তারা এখনো খুঁজে পায়নি। জানা গেছে খাল দখলদারদের মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানও দখল করেছে। ঢাকা শহরের যে খালগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলো ঢাকার চারপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো আর জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ঢাকাসহ আশপাশের এলাকা মিলিয়ে মোট ৭৭টি খালের অস্তিত্ব চিহ্নিত করেছে। ঢাকা শহরে পুকুরের সংখ্যা ছিল দুই হাজারেরও বেশি। মৎস্য বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৮৫ সালে ঢাকায় পুকুর ছিল দুই হাজার। কিন্তু ঢাকায় এখন পুকুরের সংখ্যা একশ'র কম। জানা গেছে, যে এক হাজার ৯শ' সরকারি-বেসরকারি পুকুর ও জলাধার ভরাট হয়ে গেছে তাতে জমির পরিমাণ ৭০ হাজার হেক্টর। ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিংয়ের সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৮৫ থেকে এ পর্যন্ত ঢাকার ১০ হাজার হেক্টরের বেশি জলাভূমি, খাল ও নিম্নাঞ্চল হারিয়ে গেছে। এটা অব্যাহত থাকলে ২০৩১ সাল নাগাদ ঢাকায় জলাশয় ও নিম্নভূমির পরিমাণ মোট আয়তনের ১০ শতাংশের নিচে নেমে যাবে।

নগর পরিকল্পনাবিদ ও ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আদিল মোহাম্মদ খান বলেন, একটি শহরের মোট আয়তনের কমপক্ষে ১৫ ভাগ প্রাকৃতিক জলাধার থাকা দরকার। সেটা আবার হতে হবে এলাকা ভিত্তিক। কিন্তু ঢাকা শহরের খাল ও পুকুর যেভাবে দখল হয়ে গেছে তাতে এখন পাঁচ ভাগও আছে কী না সন্দেহ। আর যে কয়েকটি খাল আছে তাও বক্স কালভার্টের নামে আটকে দেয়া হয়েছে। নিচে খাল, উপরে রাস্তা। এই খাল বাস্তবে কোনো কাজে আসে না। তিনি জানান, ২০০০ সালের আইনেও জলাশয়, জলাধার, পুকুর ভরাট করা নিষেধ। কিন্তু কেউ মানছে না। সরকারি প্রতিষ্ঠানও একই কাজ করছে। আর ব্যক্তিগত পকুর ভরাট রোধে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থাও আছে। তারপরও থামছে না। তিনি বলেন, এই পুকুর, জলাধার, খাল, জলাশয় শুধু সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নয়, এটা আমাদের নিরাপত্তার জন্যও প্রয়োজন। ঢাকায় ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নিচে নেমে গেছে।

পাঠকের চিঠি

গ্রামেগঞ্জে রাস্তা দখলের প্রবণতা বাড়ছে

ভারতীয় নাগরিক যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন কিংবা ভারতীয় হিসাবে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান ভারতের নিয়মানুসারে তাঁদের ভারতবর্ষে অন্তত বসবাসযোগ্য জায়গা থাকা আবশ্যিক। এক্ষেত্রে যাদের পৈতৃক জমি জায়গা আছে তাঁরা বাড়িঘর নির্মাণ করে বসবাস করেন অথবা যাদের পৈতৃক ভিটা আছে তাঁরা তাঁদের ভিটায় বসবাস করেন আর যাঁদের নেই তাঁরা বসবাসের জায়গা কিনে বাড়ি ঘর তৈরি করে বসবাস করেন। যে সমস্ত গরীব দুঃস্থ মানুষদের কাছে জমি জায়গা কিংবা বাড়িঘর নেই তাঁদেরকে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার জায়গা ও বাড়িঘর দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন। ওই সমস্ত বাড়িঘর তৈরির করে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় পঞ্চায়েত ও পৌরসভাকে। শুধুমাত্র যে সরকারের পক্ষ থেকে বাড়িঘর তৈরি করে দেওয়ার ক্ষেত্রে নয় ব্যক্তিগতভাবে কেউ বাড়িঘর নির্মাণ করলেও ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যের মতই আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও নির্মাণ কার্যের সময় কিছু নিয়মাবলী পালন করতে হয়। ঐ সমস্ত নিয়মাবলীর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাড়ির চারপাশে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জায়গা ছেড়ে রাখা। কিন্তু বর্তমান সময়ে কিছু মানুষ জায়গা ছেড়ে রেখে নির্মাণ কাজ করা তো দুরে থাক সরকারি জায়গা বা রাস্তাঘাট দখল করে ইঁট সিমেণ্টের পাকা দেওয়াল তুলে বাড়ি ঘর নির্মাণ করে চলেছেন। বিশেষ ভাবে সরকারি রাস্তাঘাট দখল হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের মানুষের দ্বারা। বর্তমানে গরিব দুঃস্থ মানুষকে সরকারের তরফ থেকে বাড়ি ঘর নির্মাণ করার জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়, আর সেই টাকা পেয়ে কিছু মানুষ তাঁদের পুরোনো মাটির বাড়ি ভেঙ্গে ইঁট সিমেন্টের পাকা মজবুত বাড়ি নির্মাণ করছেন। কিন্তু এই বাড়ি ঘর নির্মাণের সময় অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যথাযত জায়গা ছেড়ে না রেখে বরং সরকারি রাস্তা দখল করে পাকা দেওয়াল তুলে নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। অথচ বাড়ি ঘর নির্মাণ করার জন্য পঞ্চায়েত বা পৌরসভা অফিস থেকে উপযুক্ত পারমিশন নিতে হয় এবং যেখানে উল্লেখ করতে হয় বাড়ির চারপাশে উপযুক্ত জায়গা ছেড়ে রাখার কথা। কোনো এলাকায় কাঠামো বা বাড়ি তৈরী করলে জমির প্রত্যেক পাশে অন্তত ৯০ সেন্টিমিটার জায়গা ছাড়তে হবে। এটা এমনভাবে করতে হবে যাতে বর্তমান কোনও বাড়ির পাশ থেকে নতুন বাড়ির মধ্যে দূরত্ব হয় কমপক্ষে ১.৮০ মিটার, সে এলাকায় সরকারি ভাবে রাস্তার উল্লেখ থাক বা না থাক। শুধু যে বাড়ি ঘর নির্মাণ কাজেই রাস্তা দখল হচ্ছে এমন নয়। পতিত জমি পাকা দেওয়ালে ঘিরে নেওয়ার সময়ও দখল হচ্ছে রাস্তা। আর এই সমস্ত সরকারি রাস্তা দখলের গোড়ায় রয়েছেন সমাজের কিছু শিক্ষিত স্বার্থলোভী মানুষ ও কিছু মানুষ যাঁরা হঠাৎ করে সমাজে ধনী হয়ে উঠেছেন। ওই দুই প্রকার মানুষের কুকীর্তির শিকার হচ্ছেন সমাজের মুর্খ গরিব মানুষেরা যাঁরা নিজের অজান্তেই হোক বা ওই সমস্ত মানুষের কুপরামর্শেই হোক দখল করছেন সরকারি রাস্তা। গ্রামগঞ্জের রাস্তাগুলো সরকারি প্রচেষ্টায় কাদা মুক্ত হলেও দিন দিন আয়তনে ছোট হচ্ছে। তাই আগামীতে যাতে গ্রামগঞ্জের সরকারি রাস্তাগুলো আর দখল না হয় সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চায়েত ও পৌরসভা দপ্তরের দ্বারা উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলে ভালো হয়।

মহম্মদ ওয়াশিম, কাজীপাড়া, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

চীন মার্কিন দ্বন্দ্বের মাঝখানে তাইওয়ান যেভাবে ফাঁদে পড়েছে

নিউইয়র্ক ঃ তাইওয়ান এক বিপদজনক ত্রিভুজ প্রেমের ফাঁদে আটকে পড়েছে।

গত সপ্তাহে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েনকে নিউ ইয়র্কে স্বাগত জানানো হয়। এখন তিনি ক্যালিফোর্নিয়াতে যাচ্ছেন, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবেন।

যে সময়টায় তিনি সেখানে এই সফরে যাচ্ছেন, তাকে মোটেই কাকতালীয় বলা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রে চীনের বিরুদ্ধে গভীর এবং ক্রমবর্ধমান বৈরিতা দেখা যাচ্ছে। আর এ কারণে তাইওয়ানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র আরও বেশি করে প্রকাশ্য সমর্থন দেখাচ্ছে। এক্ষেত্রে ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে যেন রীতিমত প্রতিযোগিতা চলছে।

গত গ্রীষ্মে সাবেক হাউজ স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি যে তাইপেতে যাওয়ার জন্য অত উদগ্রীব ছিলেন, তার পেছনেও ছিল এই কারণ। চীনের দিক থেকে এর বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার পরও তিনি এই কাজটা করেছিলেন। স্বশাসিত দ্বীপ তাইওয়ানকে চীন তাদের দেশের অংশ বলে গণ্য করে। কিন্তু এই দ্বীপকে ঘিরেই এখন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিরোধ দানা বাঁধছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে পেলোসির এই সফরের বিরোধী ছিলাম, বলছেন প্রফেসর উইলিয়াম স্ট্যান্টন। তিনি তাইওয়ানের আমেরিকান ইন্সটিটিউটের সাবেক পরিচালক।

যুক্তরাষ্ট্রের এরকম উচ্চপদের একজন রাজনীতিক যখন তাইওয়ান সফর করেন, সেটা আসলে চীনকে খোঁচানোর সামিল, এ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কোন কিছু অর্জন করার নেই। আর এর যে পরিণাম হবে, সেটাও কিন্তু বেশ ভীতিকর, বলছেন তিনি।

এই সফরের জের ধরে তাইওয়ানের আকাশের ওপর দিয়ে ছোঁড়া হতে থাকে চীনা ক্ষেপণাস্ত্র, রক্ত হিম করা নানা রকম হুমকিও দিতে থাকে বেইজিং। ঐ অঞ্চলের রাজধানীগুলোতে তখন এমন আলোচনা বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই চলছিল, চীন আসলে কখন তাইওয়ান দখলের জন্য অভিযান চালাবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, গত জানুয়ারিতে যখন মি. ম্যাকার্থি

যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ স্পিকার নির্বাচিত হলেন, সাথে সাথে তিনি তার পূর্বসূরি ন্যান্সি পেলোসির উদাহরণ অনুসরণের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তবে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ঠিক করলেন, এটা মোটেই ভালো হবে না, বলছেন প্রফেসর স্ট্যান্টন।

আমার মনে হয়, এটা বেশ স্পষ্ট যে কেভিন ম্যাকার্থি ন্যান্সি পেলোসির মতো কিছু একটা ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাই ইং ওয়েন বলেছেন, ধন্যবাদ, আমিই বরং ক্যালিফোর্নিয়ায় আপনার কাছে আসি চা পান করতে, সেটা কেমন হয়, বলছেন প্রফেসর স্ট্যান্টন।

প্রেসিডেন্ট সাই হয়তো চাননি আরেকজন মার্কিন নেতা এরকম একটা বিতর্কিত সফরে এখন তাইওয়ান আসুক তবে একই সঙ্গে তার এটা দেখানোও দরকার ছিল যে, চীন যতই চেষ্টা করুক, তারা তাইপের গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারকে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বাধা দিতে পারে না। কাজেই, সেজন্যেই ক্যালিফোর্নিয়ায় এই বৈঠকের আয়োজন। মিস্টার ম্যাকার্থি এই বৈঠকের গুরুত্বকে মোটেই খাটো করে দেখাচ্ছেন না। যদিও চীন হুমকি দিয়ে যাচ্ছে যে, তাইওয়ান প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র 'আগুন নিয়ে খেলছে।'

তাইওয়ানের জন্য এরকম তথাকথিত 'ট্রানজিট কূটনীতি' অবশ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ, বলছেন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ওয়েন টাই সাং।

বিগত বছরগুলোতে চীন তাইওয়ানের অনেক সাবেক মিত্রকে তাদের পক্ষে নিয়ে এসেছে। তাইপের সরকারকে স্বীকৃতি দেয় এমন দেশের সংখ্যা এখন মাত্র ১৩টিতে নেমে এসেছে।

এসব আন্তর্জাতিক সফরের মাধ্যমে আসলে তাইওয়ানের সমাজ তাদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রয়োজন, সেটাই পূরণ করছে, বলছেন মি. সাং। যখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থাকে না, তখন তাইওয়ানিজদের কাছে এরকম আন্তর্জাতিক সমর্থনের ছায়াসূচকগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিও তাইওয়ানের মন জেতার জন্য চেষ্টা শুরু করেছে। তারা প্রেসিডেন্ট সাই এর পূর্বসূরি মা ইং জিওকে চীনে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

মি. মা চীনের পাঁচটি শহরে এক অভূতপূর্ব সফরে গেছেন, তিনি বলছেন, তার পূবপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই সফর। চীনের মধ্যাঞ্চলে তাদের সমাধি তিনি পরিদর্শন করেছেন। কিন্তু এটি আসলে একটি রাজনৈতিক সফরও ছিল। সত্যিকার অর্থে, এই প্রথম তাইওয়ানের কোন সাবেক প্রেসিডেঃট ১৯৪৯ সালের পর প্রথম চীন সফরে গেলেন।

বেইজিং চেষ্টা করছে তাইওয়ানের ব্যাপারে তাদের সুর কিছুটা নরম করতে.. যাতে করে তারা তাইওয়ানের আরও বেশি মানুষের হৃদয়মন জয় করতে পারে, এবং ২০২৪ সালে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে সেখানে যাতে জাতীয়তাবাদ আরও মাথাচাড়া না দেয়, বলছেন মি. সাং।

মি. মা'র সফর, তার মতে, এজন্যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ছায়া হিসেবে কাজ করেছে।

গত সপ্তাহে যখন তিনি নানজিং এ এসে নামেন, মি. মা সেখানে এক সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ভাষণ দিয়েছেন।

তাইওয়ান প্রণালীর দুই দিকের মানুষই চীনা। আমরা সবাই ইয়ান এবং পীত সম্রাটদের বংশধর, বলেছেন তিনি।

প্রফেসর স্ট্যান্টন বলেন,বেইজিং মা ইংজিউকে যে এত গুরুত্ব দিচ্ছে তার কারণ আছে, তাইওয়ান যে মাথা নত করছে, তিনি হচ্ছেন তার প্রমাণ। তিনি যখন বলেন, আমরা সবাই চীনা, সেটা তো চীনেরও কথা, এ নিয়ে তার মানে দুপক্ষই একমত। কিন্তু এটার সঙ্গে আবার সব তাইওয়ানিজ একমত নয়।

মি. মা'র এই কৌশলে একটা ঝুঁকি আছে। তাইওয়ানের ৬০ শতাংশের বেশি মানুষ নিজেদের তাইওয়ানিজ বলে ভাবে, চীনা নয়। তবে পর্দার আড়ালে হয়তো ভালো কিছুও তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। জরিপে দেখা যাচ্ছে, তাইওয়ানের অর্ধেকের বেশি মানুষ বিশ্বাস করে, চীনের সঙ্গে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম। এবং মি. মা'র লক্ষ্য তাইওয়ানের ভোটারদের এই বলে আশ্বস্ত করা যে, কেবল তার পার্টি কুওমিনটাং (কেএমটি) যুদ্ধ এড়াতে পারে, বলছেন মি. সাং।

তাইওয়ান প্রণালীর দুই দিকের মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে তিনি নিজের একটি স্থায়ী ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান। আর তাইওয়ানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হয়ে যাচ্ছে। কেএমটি যুক্তি দিচ্ছে যে, তারাই চীনের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

কিন্তু এক্ষেত্রে যেটি সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেটি নিয়ে আলোচনা সবাই এড়িয়ে যাচ্ছে, তা হলো তাইওয়ানের পাণিপ্রার্থী দুই বৃহৎ শক্তি চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি। ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন যখন পরস্পরকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়, তার পর হতে আজ পর্যন্ত এই সম্পর্ক এতটা খারাপ কখনো হয়নি, বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের জার্মান মার্শাল ফান্ডের এশিয়া কর্মসূচীর প্রধান বোনি গ্লেসার। বেইজিং এখন আর প্রেসিডেন্ট বাইডেন বা পেন্টাগনের ফোন ধরছে না। কংগ্রেস তো চীনকে নিজেদের অস্তিত্বের জন্যই হুমকি বলে ঘোষণা করেছে, বলছেন তিনি।

তাইওয়ানের বিষয়ে চীনের অবস্থান স্পষ্ট ঃ বিশ্বে একটাই চীনা সরকার, সেটি বেইজিং এ। বহু দশক ধরে ওয়াশিংটন এ বিষয়ে একটা ধোঁয়াশা অবস্থান বজায় রেখেছে, তারা বেইজিং এর দাবিকে স্বীকার করে নিলেও সেভাবে সমর্থন এতে দেয়নি। তারা ১৯৭৯ সালের পর হতে বেইজিং এর সঙ্গেই সরকারি সম্পর্ক রেখেছে, তাইওয়ানের সঙ্গে নয়। তবে একই সঙ্গে ওয়াশিংটন ছিল আবার তাইপে'র মিত্র, এই দ্বীপকে নিজেদের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করার নিশ্চয়তা তারা দিয়েছে।

কিন্তু এখন যেটা নিয়ে আশংকা, তা হলো, চীন এখন বিশ্বাস করে, যুক্তরাষ্ট্র এখন এতদিনের এই স্থিতাবস্থায় একটা পরিবর্তন ঘটাতে চায়। অথচ এই স্থিতাবস্থার কারণে গত প্রায় ৪০ বছর ধরে তাইওয়ান প্রণালীতে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন শি জিনপিংকে বলেছেন, তিনি তাইওয়ানকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন না, তাইওয়ান চীন থেকে আলাদা থাকুক সেটা তিনি সমর্থন করেন না, বলছেন মিজ গ্লেসার।

কিন্তু তাইওয়ানে মার্কিন কর্মকর্তাদের সফর বা তাইওয়ানের নেতাদের সঙ্গে সরকারি বৈঠকের পর এসব নিশ্চয়তায় মনে হচ্ছে না খুব কাজ হবে, বলছেন তিনি।

কাজেই মি. মা যখন চীন সফর করছেন এবং মিজ সাই যখন চা পান করতে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছেন, তখন যেটা আসলে বেশি দরকার, তা হলো, প্রেসিডেন্ট শি যেন তার ফোনটা ধরেন।

আমদানি নিরুৎসাহিত হওয়ায় কমছে শুল্ক, বাজেটে ঘাটতির শঙ্কা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে ডলার সংকটে আমদানির উপর নানা কড়াকড়ির কারণে চলতি বছরে আমদানি খাতে সরকারের রাজস্ব আহরণ বেশ কমে গেছে। বছরের প্রথম আট মাসের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শুল্ক আদায়ে প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি তৈরি হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন, বাকি চারমাসেও এই ধারা বজায় থাকবে এবং বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না। বরং বছর শেষে এই খাতে বড় ঘাটতি তৈরি হবে, যার প্রভাব পড়তে পারে বাজেটের অন্যান্য খাতে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যে জানা যাচ্ছে, জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে আমদানি খাতে ভালো রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। কিন্তু ডিসেম্বর মাস থেকে সেই ধারা কমতে শুরু করে। বিশেষ করে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে আমদানি শুল্ক, আমদানি খাতের ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক সব কটিতেই ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি দেখা যেতে শুরু করে। আমদানি খাতে এই বছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এক লাখ ১০ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা। তবে জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রাজস্ব আদায় হয়েছে ৫৯ হাজার ১৯৫ কোটি টাকা। ফলে অর্থবছরের আট মাসে আমদানি খাতে রাজস্ব ঘাটতি তৈরি হয়েছে প্রায় তেইশ হাজার কোটি টাকা। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের সঙ্গে তুলনা করলে আমদানি খাতে রাজস্ব আদায়ের হার কমে গেছে ১৬.০৯ শতাংশ। আমদানি শুল্ক কমে যাওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণকে দায়ী করছেন বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদরা। এর মধ্যে ডলার সংকটের কারণে আমদানি নীতিতে কড়াকড়ি, ডলারের বিনিময় মূল্য বেড়ে যাওয়া, ঋণপত্র খুলতে না পারা, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি এবং বিলাসী দ্রব্যের আমদানি কমে

যাওয়ার কারণে আমদানি কমে গেছে। এই কারণে আমদানি খাত থেকে শুল্ককর আদায়ের পরিমাণও কমেছে। বাংলাদেশের খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় বেশিরভাগ পণ্যই আমদানি করতে হয়। কিন্তু আমদানি খাতে শুল্ক বেশি আসে গাড়ি ও বিলাসবহুল নানা পণ্য থেকে। কিন্তু এই অর্থবছরে এ জাতীয় পণ্য আমদানি অর্ধেকে নেমে এসেছে।

গত বছরের মে নাগাদ বাংলাদেশে ডলার সংকট শুরু হওয়ার পর এলসির মার্জিন বৃদ্ধি, বিলাসবহুল পণ্যে শুল্ক বাড়িয়ে দেয়াসহ কড়াকড়ি এবং নজরদারি বাড়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক। অর্থবছরের আটমাসে ঋণপত্র খোলার হার কমে গেছে এক চতুর্থাংশ। বিশেষ করে মূলধনী যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য, ইংটারমিডিয়েট পণ্য এবং শিল্পের কাঁচামাল আমদানিও কমে গেছে। অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বিবিসি বাংলাকে বলছেন, এ বছর আমদানি প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক রয়েছে এবং অর্থবছর শেষে এটা নেতিবাচকই থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ''তার একটি বড় কারণ, গত অর্থবছরে বেশ অস্বাভাবিক আকারের একটা আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। সেটা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং বাণিজ্য ঘাটতির ওপর বড় একটা চাপ তৈরি করেছিল। ফলে সরকার শুরু থেকেই আমদানিকে নিরুৎসাহিত করার একটা চেষ্টা করেছে। সেজন্য এলসি খোলার ক্ষেত্রে নানারকম কড়াকড়ি এসেছে, সেটেলমেন্টও কমেছে। ফলে আমদানি ঋণাত্মক হয়ে যাওয়ায় এই খাত থেকে শুল্ক আদায়ও কমে গেছে,''তিনি বলছেন। বাংলাদেশে ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, গত বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলা হয়েছে ৩ হাজার ৪১০ কোটি ডলারের। এর আগের বছর একই সময়ে এই পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৪০১ কোটি টাকা। বিশেষ করে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানির এলসি কমে গেছে ৬৫ শতাংশ। সেই সঙ্গে কাঁচামাল আমদানিও কমেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিবিসি বাংলাকে বলছেন, 'আমাদের আসলে আমদানি কমে গেছে। এলসি খোলার হার কমে গেছে, মেট্রিকটনের হিসাবে আমদানি কমেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে আমদানি পর্যায়ে কাস্টমস ডিউটির টোটালটা কমে গেছে।'

অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন, এর প্রভাব শুধু আমদানি শুল্কেই নয়, বাজেটের অন্যান্য খাতেও প্রভাব পড়বে। বিশেষ করে নতুন শিল্পকারখানায় বিনিয়োগ ও উৎপাদন কমে যাবে, ব্যবসা বাণিজ্যে ধীর গতি তৈরি হবে। ফলে ভ্যাট এবং আয়করের ওপরেও তার প্রভাব পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। আমদানি খাতের রাজস্ব আয় কমে যাওয়ার কারণে সেটা পুরো বাজেটের ওপরেই একটা প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন অধ্যাপক সেলিম রায়হান। সানেমের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলছেন, বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা এখনো অনেকাংশে প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীল। কারণ গত কয়েক বছর ধরে আয়করের পরিধি তেমন বাড়েনি। 'সামগ্রিকভাবে মনে করি, এই অর্থবছরে বড় একটা চাপ থাকবে, রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা, সেটা আসলে পূরণ করা যাবে না। সেটা সরকারকে নানাভাবে সমন্বয় করতে হবে, হয়তো বাজেটে বিভিন্ন খাতে খরচ কাটছাঁট করে, 'তিনি বলছেন। বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর থেকে সরকার আয় করে থাকে। আয়কর প্রত্যক্ষ কর হলেও আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট, আবগারি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক ইত্যাদি পরোক্ষ কর। মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার দুই তৃতীয়াংশ এরকম পরোক্ষ কর থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। তবে আমদানি খাতের রাজস্ব কমে যাওয়ায় বাজেটের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়বে, সেই ইস্যুতে কথা বলতে চাননি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তারা। তারা আশা করছেন, বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার যে সংকট রয়েছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সেটা কেটে গিয়ে আবার আমদানি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, তখন আবার শুল্ককরও বাড়বে। কিন্তু সেটা এই অর্থবছরের মধ্যেই সেটা হবে কিনা বা কবে নাগাদ হবে, সে বিষয়ে এনবিআরের কর্মকর্তারাও পুরোপুরি নিশ্চিত নন। তবে ঘাটতি সামাল দিতে নজরদারি আরও বাড়ানো, বকেয়া শুল্ক আদায় আরও বাড়ানোর ওপর জোর দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনবিআর।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা শনিবার থেকে বঙ্গবাজারে অস্থায়ীভাবে ব্যবসা শুরু করতে পারবেন

ঢাকা ঃ ৪ এপ্রিল পুড়ে যাওয়া বঙ্গবাজার মার্কেটের ব্যবসায়ী ও দোকান মালিকেরা ৮ এপ্রিল থেকে সাইট ও সংলগ্ন এলাকায় অস্থায়ীভাবে তাদের ব্যবসা শুরু করতে পারবেন। যাতে তারা কিছুটা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিযোগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বৃহস্পতিবার (৬ এপ্রিল) ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে দোকান মালিক সমিতিকে এ নির্দেশনা দেন।

এ সময় সালমান এফ রহমান বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও দোকান মালিক সমিতির নেতাদের নিয়ে বঙ্গবাজার মার্কেট পরিদর্শন করেন। তিনি মার্কেটের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন।

মঙ্গলবার ঢাকা শহরের অন্যতম শপিং এলাকা বঙ্গবাজার কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, সালমান এফ রহমান বঙ্গবাজার পরিদর্শন করে যাওয়ার পর তাঁকে ফোন করেন। তখন তিনি তাঁকে ফোনে বলেন, কাল (শুক্রবার) পোড়া এলাকা পরিষ্কার করা হবে এবং শনিবার থেকে ব্যবসায়ীরা সেখানে অস্থায়ীভাবে কার্যক্রম চালাতে পারবেন।

বঙ্গবাজার পরিদর্শনকালে সালমান এফ রহমান আরও বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলেছেন, যিনি এ ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত।

তাঁকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তার তহবিল থেকে সহায়তা দিতে চান। এ ছাড়াও, সারা দেশ থেকে অনেক লোক সাহায্য করতে চায়।

তিনি আরও বলেন, এ জন্য, দোকান মালিক সমিতিকে এখানকার ব্যবসায়ী সংস্থার সঙ্গে একটি যৌথ অ্যাকাউন্ট খুলতে বলা হয়েছে।

আর্থিক সহায়তা পেতে বাজার কমিটিকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি করে আগামী রবিবারের মধ্যে সিটি করপোরেশনে জমা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সালমান এফ রহমান আরও বলেন, বঙ্গবাজার মার্কেটের কয়েকজন ব্যবসায়ীর করা আগের মামলা প্রত্যাহার হলে সেখানে নতুন মার্কেট নির্মাণে সরকারের আগের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, কয়েক বছর আগে বাজারটি পুড়ে গেলে সরকার সেখানে নতুন ভবন নির্মাণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু একাংশ ব্যবসায়ী তা চাননি এবং মামলা করেছেন। সেই মামলা প্রত্যাহার করা হলে আগের সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজার পুনর্গঠন করা হবে।

রিয়াল বার্সা দ্বৈরথের ১০ মিনিটে রব উঠল, ‘মেসি! মেসি! মেসি!’

প্যারিস ঃ ‘মেসি! মেসি! মেসি!’ বার্সেলোনা সমর্থকদের এই গগনবিদারী রব নিশ্চয়ই শুনেছেন? কাল রাতের ‘এল ক্লাসিকো’য় চোখ না রাখলে ঘটনাটা খুলে বলতে হবে। ম্যাচের ১০ মিনিটের মাথায় ক্যাম্প ন্যুর গ্যালারিতে বড় একটা অংশজুড়ে দর্শক ‘মেসি! মেসি!’ রব তুলেছিলেন।

বার্সেলোনায় মেসি ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলেছেন। সে জন্যই হয়তো তাঁকে মনে করতে ম্যাচের ১০ মিনিটে মুহূর্তটা বেছে নিয়েছিলেন বার্সার সমর্থকেরা। তবে সেটি শুধু ক্লাবের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়কে স্মরণ করতেই নয়। এবারের মৌসুম শেষে মেসিকে পিএসজি থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে বার্সা। সমর্থকেরা তা জানেন বলেই ক্লাসিকোর ম্যাচে তাঁকে স্মরণ করে ফিরে আসার দাবিটা আরও জোরালো করেছেন। কোপা দেল রের সেমিফাইনাল ফিরতি লেগের এই ম্যাচে ৪-০ গোলের হারে এটুকুই বোধ হয় বার্সার একমাত্র প্রাপ্তি।

ক্যাম্প ন্যুতে মেসির নামে রব ওঠা সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রথম নয়। গত ২৬ মার্চ কিংস লিগের ‘প্লে অফ’ ম্যাচেও মেসিকে স্মরণ করেছিলেন গ্যালারির দর্শক। সেদিনও মেসির নামে গগনবিদারী চিৎকারে প্রকম্পিত হয়েছিল ক্যাম্প ন্যুর গ্যালারি। তবে সেটি ছিল জেরার্ড পিকে আয়োজিত প্রীতি টুর্নামেন্ট।

কিন্তু কাল যেহেতু ‘ক্লাসিকো’ ছিল, আর এই দ্বৈরথে মেসি সর্বোচ্চ

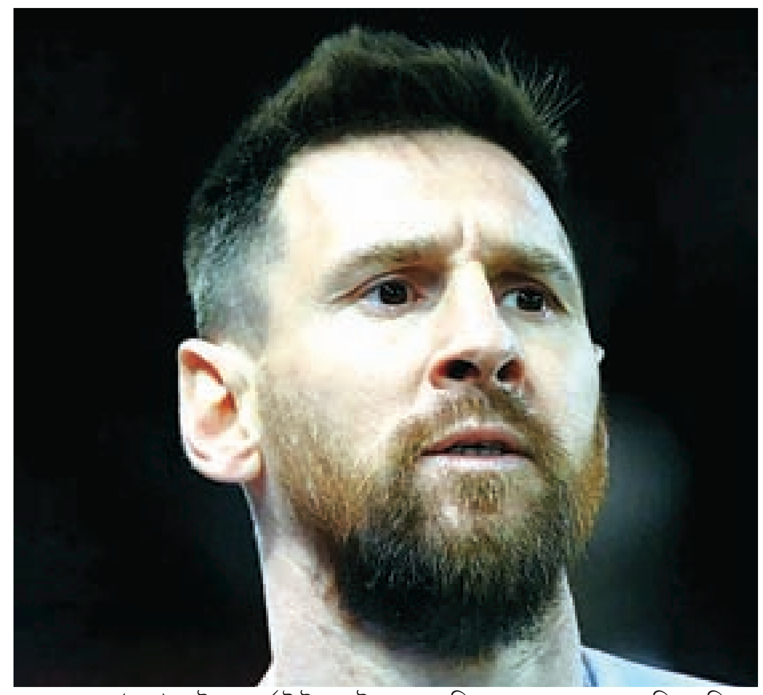

গোলদাতা (২৬)তাই আর্জেন্টাইন এই তারকাকে শুধু এই ম্যাচের জন্যই তো স্মরণ করা যায়। মেসির ফিরে আসার সম্ভাবনা জাগায় দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে তাই তাঁকে স্মরণ করেছেন বার্সার সমর্থকেরা।

বার্সা সমর্থকেরা যখন ক্যাম্প ন্যুতে মেসির জন্য গলা ফাটাচ্ছেন, তখন পিএসজিতে আর্জেন্টাইন তারকার সময়টা কিন্তু ভালো যাচ্ছে না। কয়েকটি ম্যাচে পিএসজি সমর্থকদের দুয়ো শুনতে হয়েছে। ক্লাবটির সঙ্গে নতুন চুক্তি হবে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ আছে।

ফরাসি সংবাদমাধ্যমগুলো পিএসজিতে মেসির দিন ফুরিয়ে আসা দেখতে পাচ্ছে। বড়জোর এই মৌসুমই হয়তো খেলবেন মেসি, এমন সম্ভাবনার কথা আগেই জানিয়েছে ফরাসি সংবাদমাধ্যম ‘লেকিপ’।

এর মধ্যে বার্সা মেসিকে ফিরিয়ে আনতে যোগাযোগ করেছে পিএসজির সঙ্গে। ক্লাবের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়কে ফিরিয়ে আনতে বার্সা নাকি স্পনসরও খুঁজছে। থিয়েরি অঁরির মতো সাবেকেরাও বলেছেন, ‘মেসির বার্সায় ফিরে যাওয়া উচিত।’ ফ্রান্সেরই আরেক সাবেক ফুটবলার ইমানুয়েল পেতিতও মনে করেন বার্সায় ফেরার উচিত মেসির।

ক্লাসিকোর আগের দিন জানা গিয়েছিল, ক্যাম্প ন্যুতে মেসিকে স্মরণ করতে পারেন বার্সার সমর্থকেরা। মেসির ফেরার গুঞ্জনে নাকি বার্সার সমর্থকেরা নড়েচড়ে উঠেছেন। তাই এমন একটা আয়োজনের ইঙ্গিত দিয়েছিল সংবাদমাধ্যম।

যদিও মেসিকে ফিরিয়ে আনতে বার্সাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। স্কোয়াডের খরচ কমানোর বিধিনিষিধ মানার প্রক্রিয়া তো আছেই, এর পাশাপাশি মেসিকে বার্সা বেতন দিতে পারবে কি না, সে প্রশ্নও উঠেছে।

বার্সা নাকি মেসিকে ফিরিয়ে আনার পথ খুঁজছেক্লাসিকো শুরুর আগে কাল এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল ক্লাবটির পরিচালক মাতেও আলমুনির কাছে।

তিনি অবশ্য সব অস্বীকার করেছেন সংবাদমাধ্যমের কাছে, ‘আমরা লা লিগা ও কাপ নিয়ে ভাবছি। এগুলোই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। আমরা এমন কোনো গুঞ্জন নিয়ে কথা বলব না, যেটা মনোযোগ নষ্ট করবে। হ্যাঁ, মেসির কথা উঠলে অবশ্যই সেটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সে আমাদের ভক্তদের আদর্শ। কিন্তু সে এখন পিএসজির খেলোয়াড় এবং আমরা তা সম্মানের চোখেই দেখি। ভবিষ্যতে কী হয় বলা তো যায় না, তবে আমরা মেসিকে ফিরিয়ে আনতে স্পনসর খুঁজছি না।’

২০২৩এ এসেও বর্ণবাদ, লুকাকুর পাশে এমবাপ্পে, ভিনিসিয়ুস

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ পরশু কোপা ইতালিয়ার সেমিফাইনালে জুভেন্টাস-ইন্টার মিলান ম্যাচটি মাঠের চেয়ে মাঠের বাইরের ঘটনা দিয়েই বেশি আলোচিত। এ ম্যাচে ইন্টার মিলানের বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড রোমেলু লুকাকুর প্রতি জুভেন্টাস সমর্থকদের বর্ণবিদ্বেষী আচরণ ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। শুধু এ ম্যাচই নয়, ফুটবল মাঠ প্রায়ই কলুষিত হয় বর্ণবাদের হিংস্র থাবায়। সেটি নিয়ে প্রচুর হইচই হয়, প্রতিবাদ-তদন্তও হয় প্রচুর। কিন্তু বিষয়টা থামাতে কার্যকর পদক্ষেপের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এবার বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়ে ‘সত্যিকার অর্থে’ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন লুকাকু।

রোমেলু লুকাকুর সেই আলোচিত উদ্‌যাপন ম্যাচের ৮৩ মিনিটে হুয়ান কুয়াড্রাদোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল জুভেন্টাস। ম্যাচে জুভরা যখন জয়ের প্রহর গুনছে, তখনই পেনাল্টি পায় ইন্টার। পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান লুকাকু। এই পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। কিন্তু বিপত্তি বাধে লুকাকু উদ্‌যাপন করতে যাওয়ার পর। মুখে আঙুল রেখে মুখ বন্ধ রাখার ইঙ্গিত করা লুকাকুর এই উদ্‌যাপন পছন্দ হয়নি জুভেন্টাসের খেলোয়াড়দের। বাগবিতণ্ডার একপর্যায়ে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড তথা লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন লুকাকু।

এ ঘটনার পর বেশ উত্তপ্ত হয়ে ইতালিয়ান ফুটবল। সংবাদ সংস্থা এএফপি বলছে, এই গোলের আগে জুভেন্টাস সমর্থকদের বর্ণবাদী গালাগাল করেছিলেন লুকাকুকে। সে কারণেই গোলের পরে তিনি সবাইকে চুপ থাকার ইঙ্গিত করেছিলেন। বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হওয়ার কথা বলেছেন লুকাকু নিজেও।

লুকাকুর গোলের পর ঘুষি ও তিন লাল কার্ড রোমেলু লুকাকুর গোলের পর কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন খেলোয়াড়েরা। পরিণামে দেখতে হয় তিনটি লাল কার্ড

লুকাকুর এই বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ‘কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার’ আবেদনের সঙ্গে একাত্ম ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে। তিনি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘২০২৩ সালেও একই সমস্যা। কিন্তু আমরা তা হতে দেব না। আমরা সবাই বর্ণবাদের বিরুদ্ধে।’

সুইডেনের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে লুকাকুর উচ্ছ্বাস পাশে দাঁড়িয়েছেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার ভিনিসিয়ুস জুনিয়রও। রিয়ালের এই তরুণ ফরোয়ার্ড প্রায়ই বর্ণবাদের শিকার হন। তিনিও লুকাকুর সমর্থনে টুইট করেছেন। যে উদ্‌যাপনের কারণে লুকাকুর বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন, সেটির ছবি টুইট করেছেন ভিনি।

সেঞ্চুরি করতে পারবেন, ভাবেননি টাকার

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ দলের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান বিবেচনা করা হয় তাঁকে, অথচ বাংলাদেশ সফরে সীমিত ওভারের সিরিজে নিষ্প্রভই ছিলেন লোরকান টাকার। সীমিত ওভারের দুই সিরিজে ৫ ইনিংস মিলিয়ে করেছিলেন মাত্র ৪৪ রান, মিরপুর টেস্টের প্রথম ইনিংসেও ফিরেছিলেন ৩৭ রান করেই। সেই টাকারই আজ খেললেন স্মরণীয় এক ইনিংস।অভিষেক টেস্টে সাতে নেমেই করলেন দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি। তবে আজ সেঞ্চুরি পাবেন, টাকার নিজেও নাকি ভাবেননি সেটি। তেমন ভাবনাটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল। গতকাল ৪ উইকেটে ২৭ রান নিয়ে দিন শুরু করা আয়ারল্যান্ড তো হারের শঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল। টাকার আজ যখন নামেন, ৫১ রানে পঞ্চম উইকেট হারিয়ে ফেলেছে আয়ারল্যান্ড। টাকার সেখান থেকেই করলেন ১০৮ রান, হ্যারি টেক্টরের পর অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনকে নিয়ে গড়লেন দারুণ দুটি জুটি। সেঞ্চুরি নিয়ে নিজের অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে এ আইরিশ ব্যাটসম্যান বললেন, ‘অবশ্যই খুবই বিশেষ একটা ব্যাপার। আজই যে হয়ে যাবে, সেটি ভাবিনি। আমরা অনেক চাপে ছিলাম। দিনটাও দুর্দান্ত কাটল। বাংলাদেশে আমাদের প্রথম টেস্ট। আমার ও দলের জন্য খুবই বিশেষ কিছু।’ কীভাবে ইনিংসটি খেলেছেন, সেটিও এরপর বললেন তিনি, ‘আমরা বল ধরে ধরে ব্যাটিংয়ের চেষ্টা করেছি। যতক্ষণ পারি আরকি। ব্যক্তিগত পুরস্কার পেয়ে ভালো লাগছে। দলও দারুণ অবস্থানে আছে। আগামীকালের জন্য মুখিয়ে আছি।’ ২০২১ সালে সর্বশেষ প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছিলেন টাকার। প্রথম শ্রেণিতেও তাঁর সর্বোচ্চ ইনিংস ছিল ৮০ রানে। টেস্ট ক্রিকেট শুধু নয়, দীর্ঘ সংস্করণের ব্যাটিংয়ের সঙ্গেই ঠিক অভ্যস্ত নন টাকাররা। আজ তিনি নিজেও মনে করিয়ে দিলেন সেটি, ‘আপনাকে এমন একটা অবস্থানে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে, যখন দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাটিং করতে পারবেন। আমরা ঠিক টেস্ট ক্রিকেটের ধাঁচের সঙ্গে অভ্যস্ত নই

মেসির আর্জেন্টিনা এখন র‍্যাঙ্কিংয়েও ১ নম্বর

কলকাতা ঃ ২০১৭ সালের এপ্রিলে প্রতিবেশী ব্রাজিলের কাছে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শ্রেষ্ঠত্ব খুইয়েছিল আর্জেন্টিনা। ছয় বছর পর আরেক এপ্রিলে সেই ব্রাজিলকে সরিয়েই ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ স্থানে ফিরল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আজ প্রকাশিত সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ এগিয়েছে মেসির দল। দুই ধাপ পিছিয়ে ব্রাজিল নেমে গেছে তিনে।

কাতার বিশ্বকাপের রানার্সআপ ফ্রান্স এক ধাপ এগিয়ে উঠেছে দুইয়ে।

আর্জেন্টিনা যে পঞ্চমবারের মতো শীর্ষে উঠছে, সেটি নিশ্চিত হয়েছিল গত মাসে পানামা ও কুরাসাওয়ের সঙ্গে দুটি প্রীতি ম্যাচ জয়ের পরপরই। অন্যদিকে ব্রাজিল হেরেছে মরক্কোর বিপক্ষে খেলা একমাত্র প্রীতি ম্যাচে। অবশ্য খুব বেশি পার্থক্য নেই পয়েন্টের হিসাবে। শীর্ষ দল আর্জেন্টিনার পয়েন্ট ১৮৪০.৯৩, ব্রাজিলের পয়েন্ট ১৮৩৪.২১। দুইয়ে ওঠা ফ্রান্সের পয়েন্ট ১৮৩৮.৪৫।

সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে আর্জেন্টিনার পয়েন্ট বেড়েছে ২.৫৫, ফ্রান্সের বেড়েছে ১৫.০৬। অন্যদিকে ব্রাজিল হারিয়েছে ৬.৫৬ পয়েন্ট।

শীর্ষ ১০-এ আর কোনো পরিবর্তন নেই। বেলজিয়াম চারে, ইংল্যান্ড পাঁচে। এর পরের পাঁচটি স্থানে আছে নেদারল্যান্ডস, ক্রোয়েশিয়া, ইতালি, পর্তুগাল ও স্পেন।

শীর্ষ ১০ দল

ক্রম	দল	পয়েন্ট
১ (১)	আর্জেন্টিনা	১৮৪০.৯৩
২ (১)	ফ্রান্স	১৮৩৮.৪৫
৩ (-২)	ব্রাজিল	১৮৩৪.২১
৪ (-)	বেলজিয়াম	১৭৯২.৫৩
৫ (-)	ইংল্যান্ড	১৭৯২.৪৩
৬ (-)	নেদারল্যান্ডস	১৭৩১.২৩
৭ (-)	ক্রোয়েশিয়া	১৭৩০.০২
৮ (-)	ইতালি	১৭১৩.৬৬
৯ (-)	পর্তুগাল	১৭০৭.২২
১০ (-)	স্পেন	১৬৮২.৮৫

বাংলাদেশ ১৯২ নম্বরেই

সেশেলসের সঙ্গে দুই ম্যাচের সিরিজে ১-১ ব্যবধানে ড্র করা বাংলাদেশ আছে আগের মতোই ১৯২ নম্বরে। পয়েন্ট অবশ্য কমেছে একটি, ৮৮৪.৪৫ থেকে কমে হয়েছে ৮৮৩.৮৮। বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ সেশেলস এগিয়েছে দুই ধাপ, উঠেছে ১৯৭তম স্থানে।

দক্ষিণ এশিয়ার দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ওপরে আছে ভারত (১০১), মালদ্বীপ (১৫৪), নেপাল (১৭৪) ও ভুটান (১৮৫)। বাংলাদেশের নিচে আছে পাকিস্তান (১৯৫) ও শ্রীলঙ্কা (২০৭)।

রুয়ান্ডা গণহত্যার পরে দেশটির অনেক মানুষ কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল?

রুয়ান্ডা (ওয়েবডেস্ক)ঃ জন ফ্রান্সোঁয়া গিসিম্বা ১৯৯৪ সালের ৬ই এপ্রিল বিকেলে রেডিওতে কাজ শেষে বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তার অন্য সহকর্মীরা তখন অফিসে বসে আফ্রিকান কাপ ফুটবলের খেলা দেখছিল। তখনই বিকট শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠে রুয়ান্ডার রাজধানী কিগালি। তখন কিছু একটা বিস্ফোরণ ঘটলো। কিগালি ছোট শহর। আমরা সবাই বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম, বলছিলেন মি. গিসিম্বা।

যে বিস্ফোরণের কথা বলছিলেন মি. গিসিম্বা তা ছিল রুয়ান্ডার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুভেনাল হাবিয়ারিমানাকে বহনকারী বিমান ভূপাতিত করার শব্দ। তিনি ছিলেন সংখ্যাগুরু হুতু সম্প্রদায়ের। এর পরপরই রুয়ান্ডা জুড়ে শুরু হয় ব্যাপক সহিংসতা ও হত্যাযজ্ঞ। সংখ্যাগুরু হুতু সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের সর্বস্ব দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সংখ্যালঘু তুতসি সম্প্রদায়ের উপর।

মাত্র ১০০ দিনের মধ্যে প্রায় আট লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়, যাদের বেশিরভাগই ছিল সংখ্যালঘু তুতসি সম্প্রদায়ের। গণহত্যার প্রভাবে রুয়ান্ডায় যেসব পরিবর্তন এসেছিল তার অন্যতম একটি হলো দেশটিতে ইসলাম ধর্মের উত্থান। মনে করা হয়, তখন মুসলিমরা যে ভূমিকা রেখেছিল তা সেখানকার সাধারণ জনগণের মনে প্রভাব ফেলেছিল। ফলে আস্তে আস্তে ওই দেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেছে।

সহিংসতার সময় বহু মানুষকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। যাকে যেখানে পেয়েছে তাকে সেখানেই হত্যা করা হয়েছে। হুতুদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তুতসিরা দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। আমজা মুতোবোরিকা ছিলেন টুটসি সম্প্রদায়ের। তখন তার বয়স ছিল ১৫ বছর। তার বাবামা, দাদী, বোন সকলকে হত্যা করা হয়।

হত্যাযজ্ঞ শুরু হবার পর আমজা পালিয়ে আশ্রয় নেন তার সৎ মায়ের বাড়িতে, যিনি ছিলেন একজন মুসলিম। প্রাণ বাঁচাতে প্রায় তিন মাস ওই বাড়ির মধ্যেই ছিলেন আমজা।

সেসময় আমজা জানতেন না তার পরিবারের সবাই মারা গেছেন।

সংখ্যাগুরু হুতু সম্প্রদায়ের নারী ছিলেন আমজার সৎ মা। ওই বাড়িতে আরও অনেকে আশ্রয় নিয়েছিলেন যাদের মধ্যে অনেক শিশু ছিল। প্রতিবেশী বাড়িগুলোতেও আশ্রয় নিয়েছিল তুতসি সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ।

আমার সৎ মায়ের বাড়িতে অনেক মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। সবাইকে খাবার দেওয়ার জন্য উপায় খুঁজে নিয়েছিলেন তিনি, যেন কেউ তাকে সন্দেহ না করে। যেন কেউ না বুঝে বাড়িতে মানুষজন লুকিয়ে আছে, বলেন আমজা।

যাদের টার্গেট করা হয়েছিল তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন না। আমার সৎ মায়ের জাতিগত পরিচয়ের জন্য তাকে টার্গেট করা হয়নি।

মুসলিম স্কলার ও লেখক সুরিমোয়ান হোয়ারি বলেন, মুসলিমরা রুয়ান্ডায় প্রথম আসে জার্মান উপনিবেশের সেবক হিসেবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বেলজিয়াম এ অঞ্চল দখল করে নেয়ার পর মুসলিমরা সংখ্যায় কম হলেও তারা সংগঠিত হয়ে ব্যবসায়িক ও সামাজিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল সুন্দরভাবে। গণহত্যায় মুসলিমরা যেন কোনভাবে জড়িত না হয় তা নিয়ে যে সতর্কবার্তা দিয়েছিল মুসলিম ধর্মীয় নেতারা সেসব ডকুমেন্ট বিবিসিকে দেখান সুরিমোয়ান হোয়ারি। তিনি বলেন, প্রতিটি মুসলিম পরিবারে তুতসিদের কেউ না কেউ আশ্রয় নিয়েছিল প্রাণে বাঁচার জন্য।

গণহত্যার প্রথম দিন একটি ফতোয়া জারি করা হয় মানুষকে সতর্ক করার জন্য, হত্যাযজ্ঞে কোনওভাবে অংশ নেয়া যাবে না। মুসলিমরা মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে।

রুয়ান্ডার সরকার তুতসিদের ওপর নিপীড়ন শুরু করেছিল এবং হুতু চরমপন্থীরা তুতসিদের হত্যা করে প্রথম ১৯৯২ সালে। তখন মুসলিম নেতারা একটি চিঠিতে প্রথম সতর্ক করে দেয় যে এ ধরনের কোনও কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া যাবে না বলেন সুরিমোয়ান হোয়ারি।

গণহত্যার দুই বছর আগেই মুসলিম নেতারা এই সতর্কবার্তা দিলেও সবাই যে সেটা মেনে চলেছে তা বলা যাবে না। হত্যাযজ্ঞে অংশ নিয়েছিল কিছু মুসলিমও, যাদের পরে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

এটা ভিন্ন একটা ঘটনাপ্রবাহ ছিল খ্রিস্টানদের জন্য। যেখানে চার্চ ও চার্চের যাজকরা হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। চার্চে আশ্রয় নিতে আসা মানুষদের হত্যা করেছিল। কিন্তু মুসলিম কমিউনিটিতে এমনটা ঘটেনি। তারা হত্যাযজ্ঞকে নিষিদ্ধ করেছে। মুসলিমরা মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, বাঁচিয়েছে, বলছিলেন মি. হোয়ারি।

রুয়ান্ডায় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সহিংস আচরণ ও গণহত্যার যে ইতিহাস মানুষ দেখেছে তাতে মুসলিমদের প্রশংসাই ঘুরে ফিরে এসেছে।

ওই হত্যাযজ্ঞে মুসলিমরা অংশ নেয়নি, তাদের মানবিক ও সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ রুয়ান্ডার সাধারণ মানুষের মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ফলে তারা এই ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়েছে।

রাজধানী কিগালির আয়মাতি আল কুদস মসজিদের প্রধান মুফতি শেখ সেলিম হিতিমানা জানান, বিভিন্ন গ্রামে দলে দলে লোকজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে।

রুয়ান্ডার মুসলিম কমিউনিটির তথ্যানুসারে দেশটির জনসংখ্যার ১২ থেকে ১৫ শতাংশ মুসলিম যাদের অধিকাংশই সুন্নী। খুব অল্প সংখ্যক (২০০-৩০০) মানুষ শিয়া মতাবলম্বী।

১৯৯৪ সালের আগে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ২ লাখ আর ২৫ বছর পর সেই সংখ্যা ৭ লাখে দাঁড়ায় বলে জানান শেখ সেলিম।

যখন সরকার হত্যাযজ্ঞের পরিকল্পনা করছিল তখন তারা ধর্মীয় নেতাদেরও ডাকে এতে সমর্থন দেয়ার জন্য। কিন্তু সেসময় আমাদের মুফতিরা না করে দেয় যে তারা এমন পরিকল্পনায় অংশ নেবে না। তখন মানুষ ভাবলো ইসলাম এটা কেমন ধর্ম?

গণহত্যার পরে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছিল তারা তখন এক বিবৃতিতে বলেছিল মুসলিমরা এই হত্যাযজ্ঞে জড়িত ছিল না। এছাড়া ১৯৯৪ সালের পর আমরা আমাদের ধর্ম চর্চা করার স্বাধীনতা পাই। গ্রামগুলোতে ইসলাম শিক্ষা পড়ানো ও শেখানোর বিষয়েও কোনও বাধা ছিল না। রুয়ান্ডায় মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ার পেছনে এটাও একটা কারণ, বিবিসিকে বলছিলেন মুফতি শেখ সেলিম হিতিমানা।

রাজধানীর কিগালিতে অবস্থিত আল মদিনা মসজিদটি অনেক পুরাতন একটি মসজিদ। এর সেক্রেটারি ইব্রাহিম লুইমানা বিবিসিকে জানান অনেকে এই মসজিদে আসেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য। তারা বলে যে তারা অনেকদিন ধরে ভেবেছে এবং তারা মনে করে ইসলাম ভালো ধর্ম। সে কারণে তারা এই ধর্ম গ্রহণ করতে এসেছে।

কয়েকটি এলাকায় ঘুরে বিবিসি সাংবাদিক দেখেছেন বক্তারা ইসলামিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছেন, এই ধর্ম কতটা ভালো সেই বিষয়ে তারা প্রচার করছেন।

রুহুঙ্গা নামের একটি গ্রামের ইমাম বারাহিরো উমর, যিনি ক্যাথলিক হয়ে জন্মালেও কিশোর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন গণহত্যার ঘটনার পর এবং উমর আবু সালেম ও তার পরিবারকে উৎসাহিত করেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য। উমর বলছিলেন ১৫ বছর বয়সে আমি দেখেছি গণহত্যা চলার সময় রুয়ান্ডার মুসলিমরা কেমন ব্যবহার করেছে। কীভাবে মানুষকে তারা সাহায্য করেছে, বাঁচিয়েছে। আমার পরিবারের দুই ভাই মুসলমান হয়েছে। তবে বোন এখনও হয়নি।

উমর ও আবু সালেম দুজনেই চল্লিশের কোঠা পার করেছেন এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে তারা দুজনেই সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৯৪ সালের গণহত্যার ঘটনা তাদের মনে এতটাই দাগ কেটেছে যে তারা পুরোপুরিভাবে এই ধর্মের প্রসারে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন।

রুয়ান্ডায় ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা সেখানে ধর্মীয়ভাবে সংখ্যাগুরু।

প্রায় ১০০ দিন ধরে চলা ঐ হত্যাকাণ্ডে মানুষজনকে বাড়িতে, উপাসনালয়ে ঢুকে হত্যা করা হয়েছে। স্কুলে ঢুকে শিশুদের হত্যা করা হয়েছে।

আশ্রয়ের জন্য চার্চে ছুটে যাওয়া মানুষদের রক্ষা করা যায়নি। চার্চের যাজক এবং নানদের বিরুদ্ধেও হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ এসেছে।

গণহত্যার ২৫ বছর পর রুয়ান্ডার কয়েকটি গ্রাম ঘুরে দেখেন বিবিসির সাংবাদিক অড্রে ব্রাউন। তিনি কয়েকজন রুয়ান্ডার নাগরিকের সাথে কথা বলেছেন।

উনিশ চুরানব্বই সালের ঘটনাবলী তাদের মনে এতটাই ছাপ ফেলেছিল যে তারা পরবর্তীতে খ্রিস্টান ধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

তাদের একজন আবু সালেম, যিনি গণহত্যার ৫ বছর পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। রুয়ান্ডায় গণহত্যা চলাকালে ১৫ বছর বয়সে মি. সালেম দেখেছেন খ্রিস্টান চার্চগুলো মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে কীভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

বিবিসিকে তিনি বলেছেন চার্চগুলোতে যেভাবে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দেখেছি, মসজিদে কোনও হত্যার ঘটনা দেখিনি আমি। গণহত্যার সময় দেখেছি একজন মানুষ কীভাবে আরেকজন মানুষকে হত্যা করেছে। চার্চে যারা নিরাপত্তার আশায় আশ্রয় নিচ্ছিল তাদের হত্যা করা হয়েছে চার্চগুলোতে।

ক্যাথলিক চার্চগুলোতে এসব ঘটনা দেখেছেন বলে উল্লেখ করেন আবু সালেম।

কেন তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে মি. সালেম জানান -গণহত্যার পর আমি ভাবছিলাম যে কোন্ ধর্ম ভালো? কোন্ ধর্মের উপাসনালয়ে গিয়ে আমি প্রার্থনা করতে পারবো? অনেক ভেবে দেখলাম ইসলাম ভালো ধর্ম।

গণহত্যার সময় দেখেছি কীভাবে মুসলিমরা মানুষদের বাঁচিয়েছে। তাই আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেই। ইসলাম আমাকে পাল্টে দিয়েছে, আমি আরও ভালো মানুষ হয়েছি।

বাংলাদেশে গত ৫০ বছরে যে ছয়টি আইন বেশি বিতর্কিত হয়েছে

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে গত পঞ্চাশ বছরের বেশি সময়ে এমন কিছু আইন এসেছে যেগুলো নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা সময়ে সমালোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। এসব আইন মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী বলে মানবাধিকার কর্মীরা সমালোচনা করেছেন। এরমধ্যে কয়েকটি আইন বাতিল হলেও অনেকগুলো আবার নানা সমালোচনা সত্ত্বেও বহাল রয়েছে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনটি পাস করা হয়েছিলো ১৯৭৪ সালে। এই আইন অনুযায়ী, নির্বাহী কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য যে কাউকে আটক করতে পারতো। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এই আইনটি পাস করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক বলেন, যুদ্ধের পর পরই ওই সময়টাতে অনেকের হাতে অস্ত্র ছিল, পুলিশ বাহিনী সুসংগঠিত ছিল না, বামপন্থীরা রাতারাতি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতে শৃঙ্খলা ফেরাতেই এই আইনটি করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ ১৯৭৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি আইনটি পাস করে। আইন পাশের পর আওয়ামী লীগ ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। সমালোচকরা এই আইনটিকে 'কালো আইন' বলেও অভিহিত করে। যেসব কারণে আইনটির সমালোচনা করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আইনটির অধীনে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই সন্দেহভাজন যে কোন ব্যক্তিকে আটক করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল পুলিশকে।

এখানে ভয়ংকর দিকটি হচ্ছে, আটক করার জন্য অপরাধ করার দরকার নেই, বরং সরকার যদি মনে করে বা সন্দেহ করে যে কেউ অপরাধ করতে পারে, তাহলেই এই আইনে তাকে আটক করা যাবে, বলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি শাহদীন মালিক। মি. মালিক বলেন, আটকের পর আদালতে হাজির না করেই সরাসরি জেলে পাঠানোর এখতিয়ার এই আইনে দেয়া ছিল। সাধারণত জেলে পাঠানোর আদেশ আদালত থেকে দেয়ার নিয়ম থাকলেও এই আইনে সরকার ছয় মাসের জন্য জেলে পাঠানোর আদেশ দিতে পারে এবং ছয় মাস করে বাড়িয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাউকে আটক রাখতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় গেলে বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন সময়ে দিয়েছে। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর আর সেটি বাতিল করেনি। ১৯৯০ সালে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে এই আইনের ১৬(২)ধারা বাতিল করা হয়। যেখানে বলা হয়েছিল, কোনো ব্যক্তি ক্ষতিকর কোনো কাজ করলে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

মুজিব হত্যা ও ইনডেমনিটি আইন

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি এড়ানোর সুযোগ করে দিতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বা দায়মুক্তি আইন জারি করা হয়েছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতাসীন হওয়া তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ এই দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করেন।

সেসময় বাংলাদেশে সংসদ অধিবেশন না থাকার কারণে আইন পাস করা সম্ভব ছিল না বলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ আকারে এটি জারি করেন। পরে ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন সংসদে এই অধ্যাদেশটি উত্থাপন করে অনুমোদন দেয়া হয়। ফলে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে আইন হিসেবে পাস হয়। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এর বৈধতা দেয়া হয়েছিল।

অর্থাৎ শেখ মুজিব হত্যাকারীদের যাতে বিচার না করা যায় সেজন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে বৈধতা দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমানের আমলে গঠিত সংসদ। আইনজীবি শাহদীন মালিক বলেন, আইনে বলা হলো ১৫ই অগাস্ট যে ঘটনা ঘটেছে বা মৃত্যু হয়েছে বা ক্ষতি হয়েছে তার জন্য কারো বিচার হবে না।

১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর সংসদে বিলের মাধ্যমে ইনডেমনিটি আইন বাতিল করা হয়। এর ফলে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

জননিরাপত্তা আইন

দুই হাজার সালের এপ্রিলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার 'জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন আইন ২০০০' পাস করে। এই আইনে অভিযুক্তকে জামিন দেয়া যাবেনা সহ আরো কয়েকটি কঠোর বিধান ছিল। যার কারণে এটি নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়।

এই আইনটিকে কেন্দ্রে করে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সাহাবউদ্দিন আহমদ সাথে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের তিক্ততা তৈরি হয়েছিল।

বিতর্কিত জননিরাপত্তা আইনে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান রাষ্ট্রপতি সাহাবউদ্দিন আহমদ। ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দরপত্র ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপ, গাড়ি ভাঙচুর ও সম্পদের ক্ষতিসাধন, যান চলাচলে বাধা, মুক্তিপণ দাবি ও আদায়, ভয়ভীতি সৃষ্টি সংক্রান্ত নানা অপরাধকে এই আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

বিএনপি সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২০০২ সালে জননিরাপত্তা আইন বাতিল করা হয়। এর পরিবর্তে বিএনপি সরকার 'আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ' নামে নতুন একটি আইন পাস করে। তবে এটি আসলে জননিরাপত্তা আইনের মতোই বলে সমালোচনা রয়েছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল সব সময়েই এটিকে বিরোধীদল নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করেছে বলেও সমালোচনা রয়েছে।

অপারেশন ক্লিন হার্ট এবং দায়মুক্তি

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট। কিন্তু সেটি পূরণ করতে পারেনি তারা। উল্টো সেসময় ঢাকার রাস্তায় একের পর এক ওয়ার্ড কমিশনরাকে গুলি করে হত্যা করার মতো ঘটনা ঘটেছিল। এই প্রেক্ষাপটে ২০০২ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে সারাদেশে একযোগে অভিযান শুরু করে সেনাবাহিনী। নির্বিচারে তল্লাসি ও গ্রেফতার চালানো হয়। এই অভিযানের নাম দেয়া হয়েছিল অপারেশন ক্লিন হার্ট। অপারেশন ক্লিন হার্ট এর আওতায় সেনাবাহিনী বিভিন্ন জায়গায় যাদের আটক করে তাদের মধ্যে অন্তত ৪০ জনের বেশি হেফাজতে মৃত্যু হয় বলে সংবাদ মাধ্যমের খবরে প্রকাশিত হয়। সেনাবাহিনী মোট ৮৪ দিন অভিযান পরিচালনার পর তাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। যেদিন থেকে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার শুরু হয়, তাদের আগের দিন যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ ২০০৩ জারি করা হয়। এর মাধ্যমে শেষ হয় অপারেশন ক্লিনহার্ট।

শাহদীন মালিক বলেন, যৌথ অভিযান দায়মুক্তি আইন ২০০৩ এই আইনের অধীনে বলা হলো যে, অক্টোবর ২০০২ থেকে জানুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত যৌথ বাহিনীর অভিযানে কারো মৃত্যু হলে, আহত হলে, সম্পত্তি ক্ষুণ্ণ হলে, এইটার জন্য কোন আদালতে কোন মামলা করা যাবে না। মানবাধিকার কর্মীরা তখন বলেছিলেন যে, হেফাজতে যেসব মৃত্যু হয়েছে এই আইনের মাধ্যমে তাদের পরিবারের বিচার চাওয়ার পথও বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। অপারেশন ক্লিনহার্টের জন্য দায়মুক্তি আইনকে চ্যালেঞ্জ করে ২০১২ সালে জেড আই পান্না নামে একজন মানবাধিকার আইনজীবী হাইকোর্টে রিট মামলা করেন। তার যুক্তি ছিল এ ধরনের দায়মুক্তি আইন বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী। সেই রিট মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই হাইকোর্ট ঐ দায়মুক্তি আইনকে অবৈধ ঘোষণা করে।

সন্ত্রাস বিরোধী আইন

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে ২০০৪ সাল থেকে সন্ত্রাস বিরোধী আইন করার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালে সন্ত্রাসবিরোধী আইন গৃহীত হয়।

তবে এটি আইন হিসেবে সংসদে পাস হওয়ার আগে ২০০৮ সালের জুন মাসে সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্বাবধায়ক সরকার সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ জারি করে। এই অধ্যাদেশটি ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বিল আকারে উত্থাপন করে সেটি আইন হিসেবে পাস করা হয়। তখন 'অধিকার' নামে একটি মানবাধিকার সংস্থা অভিযোগ করে, আইনটিতে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের' যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত বিস্তৃত এবং এই আইনের অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ রয়েছে। আইনটি কার্যকর হওয়ার দুই বছর পর সংস্থাটি অভিযোগ করে, এই আইনটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং মানবাধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। পরে এই আইনটি ২০১২ এবং ২০১৩ সালে সংশোধন করা হয়। এরমধ্যে ২০১৩ সালের সংশোধনীতে বিদেশে কোনও অপরাধ করে দেশে ফিরলেও ওই অপরাধের জন্য যাতে বাংলাদেশের নিজস্ব আইনেই অপরাধীর বিচার করা যায়, সেই মর্মে বিধান রাখা হয়। একই সাথে এই আইনে অপরাধকে জামিন অযোগ্য করা হয় এবং গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি না নিয়ে শুধু তাকে জানানোর কথা বলা হয়। মানবাধিকার কর্মীরা দাবি করেন, এর মাধ্যমে পুলিশের হাতে বিস্তর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই সংশোধনীর বিরোধীতা করে বাংলাদেশের তৎকালীন বিরোধীদলীয় এমপিরা সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে। তারা অভিযোগ তোলে যে, দেশের নীরিহ সাধারণ মানুষকে এই আইনের ফলে ভুগতে হবে এবং তাদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

বাংলাদেশে কয়েক বছর যাবত যে আইনটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হচ্ছে সেটির নাম - ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে কোন অপরাধ সংগঠিত হলে সেটির প্রতিকারের জন্য ২০০৬ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন করা হয়েছিল।

আঞ্চলিক সড়কে টোলের পরিকল্পনা, করের টাকায় তৈরি রাস্তায় টোল কেন

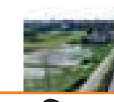

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে যেখানে প্রতিনিয়ত নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে, এখন সেই খরচের খাতায় যুক্ত হতে পারে এক জেলার সাথে আরেক জেলার সংযোগকৃত আঞ্চলিক মহাসড়কের টোলও। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার একনেক সভায় এমন আভাস দিয়েছেন। তিনি আঞ্চলিক মহাসড়ক থেকে টোল আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। একনেকের সভায় তিনি বলেছেন, সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে অবকাঠামো নির্মাণ করছে। তাই আঞ্চলিক মহাসড়কে ন্যূনতম হারে হলেও টোল আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে মানুষের মধ্যে টোল দেওয়ার সংস্কৃতিও গড়ে উঠবে। বিষয়টি পরিকল্পনার একদম প্রাথমিক স্তরে রয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। তবে সরকার যেসব সড়কের উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করছে সেখানে টোল আদায়ের এই পরিকল্পনাকে যৌক্তিক বলে তিনি মনে করছেন। তিনি বলেন, এই আঞ্চলিক সড়কগুলো চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে, চওড়া করা হয়েছে, যোগাযোগ দ্রুতগামী হয়েছে। সেবা পেলে সেটার মূল্য দিতে হবে। বিনা পয়সায় সেবা তো চিরকাল দেয়া সম্ভব না। আমরা মানুষকে এই ধারণার সাথে পরিচিত করাতে চাই। যদিও বিশেষজ্ঞরা এই পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক দাবি করে বলছেন, সড়কগুলোয় টোল বসালে পুরো সড়ক পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা পরিবর্তনে জোর দেন তারা।

হনুমান জয়ন্তীতে পশ্চিমবঙ্গে নজিরবিহীন নিরাপত্তা, রাস্তায় নেমেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ রামনবমী পালনের সময়ে পশ্চিমবঙ্গের তিন জায়গায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী নামানো হয়েছে সে রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা বেশ বিরল ঘটনা।

এর আগে ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পরে ভারতে যে দাঙ্গা হয়েছিল, সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে সেনাবাহিনী নামানো হয়েছিল। আর শেষবার কলকাতা শহরের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সেনা নেমেছিল ২০০৭ সালে, তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে কলকাতার রাস্তায় মৌলবাদীদের বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে। রাজ্য সরকার একরকম বাধ্য করেছিল তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় একগুচ্ছ নির্দেশিকা পাঠিয়েছে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র সহ যেসব রাজ্যে রামনবমীকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছে, সেই সব রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপরে বিশেষ জোর দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়। বুধবার কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে হনুমান জয়ন্তীর দিন বাড়তি সতর্কতা ব্যবস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করতে হবে। রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কোনও ধরণের উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়া থেকেও বিরত থাকতে বলেছে আদালত।

হনুমান জয়ন্তীর মিছিলে অস্ত্র নেওয়া নিষেধ করেছে হাইকোর্ট, আর প্রতিটা মিছিলের জন্যই স্থানীয় থানা থেকে অনুমতি নিতে হবে, এমন নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কলকাতা, ব্যারাকপুর আর হুগলিতে তিন কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এর মধ্যে কলকাতাতেই রয়েছে এক কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী। পুলিশ বলছে পোস্তা, চারু মার্কেট, হেস্টিংস, একবালপুর ও গার্ডেনরিচ থানা এলাকায় টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

আবার যে হাওড়া শহরের শিবপুরে রামনবমীর দিন প্রথম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেঁধেছিল, সেখানে স্থানীয় পুলিশ রুট মার্চ করছে বলে জানা যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এবং বিরোধী দল বিজেপি - উভয়েই আদালতের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে বিরোধীরা বলছে হাইকোর্টে প্রমাণ হয়ে গেল যে রাজ্য সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, যে কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশের টহলদারীর মধ্যেই বৃহস্পতিবার রাস্তায় নেমেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। তিনি যেমন একটি হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়েছেন, তেমনই আবার মানুষের কাছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির খোঁজও নিয়েছেন।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁর চীন সফর, মস্কোবেইজিং দূরত্ব তৈরিই কি মূল লক্ষ্য?

বেইজিং ঃ নতুন দফায় ক্ষমতা নেওয়ার পর প্রথমবারের মত চীন সফরে গেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ। বুধবার থেকে তার এই তিন দিনের সফর এমন সময় হচ্ছে যখন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে চীনের সম্পর্কে বড়রকম ফাটল তৈরি হয়েছে।

আমেরিকার সাথে সুর মিলিয়ে ইউরোপও বলছে রাশিয়ার প্রতি চীনের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমর্থনের কারণে ইউক্রেন যুদ্ধের সুরাহা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাদের কথা - রুশ জ্বালানি আমদানি বাড়িয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে চীন পরোক্ষভাবে রাশিয়াকে এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সাহায্য করছে। চীন অবশ্য ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য মূলত যুক্তরাষ্ট্র এবং নেটো সামরিক জোটকে দায়ী করে, এবং তারা বারবার জোর দিয়ে বলেছে এই যুদ্ধে তাদের কোনও ভূমিকা নেই।

চীনে ফ্রান্সের ব্যাপক অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। ২০২২ সালে দুই দেশের বাণিজ্য প্রথমবারের মত ১০০ বিলিয়ন ইউরো ছাড়িয়ে গেছে যা তার আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি। যে কারণে ৬০ জনেরও বেশি শীর্ষস্থানীয় ফরাসি কোম্পানির

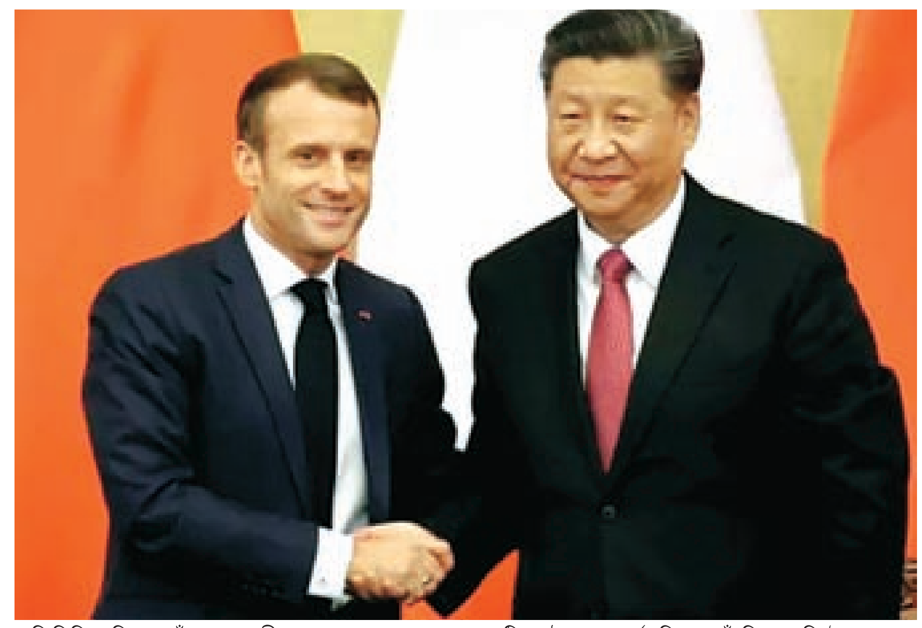

প্রতিনিধিরা মি. ম্যাক্রঁর সফরসঙ্গী হয়েছেন যাদের মধ্যে এয়ারবাস এবং জ্বালানি জায়ান্ট ইডিএফ-এর প্রধান নির্বাহীরাও রয়েছেন।

কিন্তু বেইজিংয়ে যাওয়ার আগে এবং সেখানে পৌঁছে যে সব কথা ফরাসী প্রেসিডেন্টের মুখে শোনা গেছে তাতে পরিষ্কার যে তার সাথে চীনা নেতাদের কথাবার্তায় ব্যবসা ছাড়াও ইউক্রেন যুদ্ধ প্রধান একটি আলোচ্য বিষয় হবে।

বেইজিং রওয়ানা হওয়ার আগে মি. ম্যাক্রঁ টেলিফোনে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে। হোয়াইট হাউজ এবং ফরাসি প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে বলা হয়েছে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে চীনের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে তারা কথা বলেছেন। মজার ব্যাপার হলো মি. ম্যাক্রঁর সাথে একইসময়ে বেইজিং গেছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডের লেইন।

চীন সফরের কদিন আগে ব্রাসলসে যেসব কথা যে ভাষায় মিজ ভন ডের লেইন বলেছেন তা নিয়ে চীনা কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ব্রাসেলসে ৩০শে মার্চ এক অনুষ্ঠানে চীনা প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে মিজ ভন ডের লেইন বলেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার এমন অবৈধ আগ্রাসন সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট শি মস্কোর সাথে নো লিমিট (সীমাহীন) সম্পর্ক বজায় রাখছেন।

তিনি বলেন, মি. পুতিনের সাথে চীন কেমন সম্পর্ক রাখবে, তার ওপর নির্ভর করবে ইইউ-চীন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ। তার দুদিন আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির প্রধান জোসেফ বোরেলও বলেন আমরা চীনের কাছে স্পষ্ট করেছি (ইউক্রেনে) রাশিয়ার নৃশংসতা এবং যুদ্ধাপরাধ নিয়ে তাদের অবস্থানের ওপর নির্ভর করবে তাদের সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক। এসব কথা থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় মিজ ফন ডের লেইন চীনা নেতাদের জন্য কঠোর কিছু বার্তা নিয়ে বেইজিং গেছেন যা তিনি সামনাসামনি তাদের দেবেন। তবে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ইউরোপ চীনের কাছ থেকে কী ধরনের ভূমিকা দেখতে চায় সে কথা সম্ভবত ফন ডের লেইন নয়, বরঞ্চ প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁই চীনা নেতাদের কাছে বলবেন।

গত কয়েক মাস ধরে ইউরোপীয় কমিশন প্রেসিডেন্ট ব্রাসেলসে বসে, আমেরিকায় গিয়ে যে ভাষায় চীনের বিষোদ্গার করছেন, তা চীনারা একেবারেই পছন্দ করছে না। আমরা মনে হয় না চীনা শীর্ষ নেতৃত্ব তার কথা শুনতে চাইবেন, বলেন কুয়ালালামপুরে মালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদ আলী।

বরঞ্চ প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁ চীনাদের কাছে অনেক গ্রহণযোগ্য। তিনি কূটনীতিতে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন যেটা চীন পছন্দ করে। তিনি কী বলেন তা চীনা প্রেসিডেন্ট শুনবেন, বলেন ড. আলী।

ইউক্রেন এবং বেইজিং-মস্কো সম্পর্ক নিয়ে কোনও কথায় যেন চীনা নেতারা ক্ষিপ্ত না হন সে ব্যাপারে মি. ম্যাক্রঁ যে সতর্ক তা তার বিভিন্ন কথাতে স্পষ্ট।

বেইজিং পৌঁছে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, যেই-ই ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে সমর্থন করছে, তাকেই দুষ্কর্মের সাগরেদ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু তার পরপরই বেইজিংয়েই সেখানকার ফরাসি নাগরিকদের সাথে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন ইউক্রেনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ফ্রান্স চীনকে সাথে নিয়েই কাজ করতে চায়। তিনি ঐ অনুষ্ঠানে বলেন, চীনের সাথে কোনোভাবেই আমরা বিচ্ছেদ চাই না।

বেইজিং রওয়ানা হওয়ার আগে মি ম্যাক্রঁর অফিস থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, চীনই এখন একমাত্র দেশ যারা ইউক্রেন যুদ্ধের গতিপ্রকৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

সবচেয়ে বড় কথা, ইউক্রেন যুদ্ধের সুরাহা নিয়ে মি. ম্যাক্রঁ হয়তো আমেরিকার কাছ থেকে কিছু বার্তা নিয়ে বেইজিং গেছেন।

ড মাহমুদ আলী বলেন, সফরের আগ মুহূর্তে মি. বাইডেন এবং মি. ম্যাক্রঁর মধ্যে কী নিয়ে কথা হয়েছে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মি. ম্যাক্রঁ কি ওয়াশিংটনের কাছ থেকে কিছু বার্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন? চীনের দেওয়া শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আমেরিকানরা কি কিছু ভাবছে? সন্দেহ নেই চীনা নেতারা তা জানতে উৎসুক থাকবেন। চীনারা মনে করে ইউক্রেন সংকট রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার একটি পরোক্ষ (প্রক্সি) যুদ্ধ এবং তা কবে শেষ সে সিদ্ধান্ত শুধুই আমেরিকার। ফলে, আমেরিকানরা কী ভাবছে সেটা শুনতে চীনারা আগ্রহী হবে।

আগামী দুদিনে ইউরোপীয় দুই নেতা বেইজিংয়ে বসে ঠিক কী বার্তা শি জিন পিংকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন? প্যারিস ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ফাউন্ডেশন ফর স্ট্রাটেজিক রিসার্চের গবেষক আন্তোয়ান বোন্ডাজ মনে করেন ইউরোপীয় দুই নেতা প্রধানত চীনকে বলবেন কোনোভাবেই যেন রাশিয়াকে অস্ত্র না দেওয়া হয়।

প্রকাশ্য বৈঠকে তারা চীনা নেতাদের বলবেন কোনোভাবেই যেন রাশিয়াকে অস্ত্র না দেওয়া হয়। গোপন বৈঠকে হয়তো নিষেধাজ্ঞার ভয়ও দেখানো হতে পারে, বার্তা সংস্থা এএফপির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন মি বোন্ডাজ।

ইউক্রেন বিষয়ে ইউরোপের সাথে সম্পর্ক নিয়ে চীনা নেতারা কী বলতে পারেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এবং ইইউ প্রেসিডেন্টকে?

কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে সফর শুরুর আগে চীনা দুই কূটনীতিকের দেওয়া সাক্ষাৎকারে।

দুদিন আগে ব্রাসলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নে চীনা দূত ফু কং দীর্ঘ একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মার্কিন দৈনিক নিউ ইয়র্ক টাইমসকে। ঐ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধে কোনোভাবেই চীন রাশিয়ার পক্ষ নেয়নি।

তাহলে কেন চীন এখনও রাশিয়ার নিন্দা করেনি? - এই প্রশ্নে চীনা ঐ দূত বলেন, কারণ নেটো জোটের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে এটি একটি প্রতিরক্ষামুলক যুদ্ধ বলে যে দাবি রাশিয়া করে সেটি চীন অনুধাবন করে। চীন সরকার বোঝে এই সংকটের মূল কারণগুলো খুবই জটিল।

প্যারিসে চীনা রাষ্ট্রদূত লু শে কদিন আগে ফরাসি একটি পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছেন চীনের সাথে ইউরোপের সম্পর্ক দিন দিন চটে যাচ্ছে এবং এর প্রধান কারণ, তার মতে, যুক্তরাষ্ট্র চীনকে কোণঠাসা করার চেষ্টা বাড়িয়ে চলেছে এবং পক্ষ নিতে ইউরোপকে বাধ্য করছে।

রাশিয়ার পাশাপাশি চীনও ইদানিং প্রকাশ্যে বলছে যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়ে ইউরোপ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হারাচ্ছে। তার ফলেই সম্পর্কে বিরোধ বাড়ছে, ইউক্রেনের মত সংকটের সমাধান করা যাচ্ছে না।

বেইজিংয়ে চীনা নেতাদের কাছ থেকে একই কথা শুনতে হতে পারে মি. ম্যাক্রঁ এবং উরসুলা ভন ডের লেইনকে।

ক্ষমতা হারানোর পর বিভিন্ন দেশে যেসব প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বিচার হয়েছে

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্পই প্রথম কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট যার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ আনা হলো। তবে বিশ্বের অন্য অনেক দেশে সাবেক নেতাদের এমন বিচারের আওতায় আনার উদাহরণ অনেক আছে। এসব নেতাদের কারও কারও ক্ষেত্রে বিচার তাদের আবারও ক্ষমতায় ফিরে আসার পথে কোনো বাধা হতে পারেনি।

ইটালি ঃ সিলভিও বারলুসকোনি

চারবারের এই প্রধানমন্ত্রীকে অনেকবার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে এবং এক সময় বলা হতো 'বিশ্বের ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত ব্যক্তি'।

২০১৩ সালে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো কমবয়সী একজন যৌনকর্মীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগে। পরে ২০১৫ সালে তিনি ওই মামলা থেকে খালাস পান। ওই মামলার কৌঁসুলিরা দাবি করেছেন, মামলার সাক্ষীরা বিক্রি হয়ে গিয়েছিলেন এবং সে কারণে বারলুসকোনি অব্যাহতি পান। এছাড়া ২০১২ সালে তার বিরুদ্ধে কর প্রতারণার মামলা ছাড়াও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের অফিসে আঁড়ি পেতে তা সংবাদপত্রে প্রকাশের অভিযোগে এক বছর জেল খেটেছেন তিনি।

তবে বয়সের কারণে তাকে ঠিক সেভাবে জেল খাটতে হয়নি। বারলুসকোনি অবশ্য বলেছেন তিনি ছিলেন বামপন্থী প্রসিকিউটরদের টার্গেট এবং তারা তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। গত বুধবার এই নেতা মিলানের একটি হাসপাতালের কার্ডিয়াক আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

ব্রাজিল ঃ লুলা ডি সিলভা

লুইজ ইনাসিও লুলা ডি সিলভা (লুলা) দু'দফায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু এরপর ব্রাজিলের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানির কাজ পাইয়ে দেয়ার জন্য একটি নির্মাণ কোম্পানির কাছ থেকে ঘুষ নেয়ার অভিযোগে দণ্ডিত হন। সাবেক এই ইস্পাত কর্মী ৫৮০ দিন জেল খাটেন এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে নিষিদ্ধ হন। পরে তার সাজা বাতিল হয় এবং তিনি রাজনীতির মাঠে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আবারো ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন লুলা ডি সিলভা।

তারা আমাকে জীবন্ত কবর দিতে চেয়েছিলো কিন্তু আজ আমি এখানে, তিনি বলছিলেন গত বছর ডানপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বী জেইর বলসোনারাওকে নির্বাচনে হারিয়ে দারুণভাবে রাজনীতিতে ফিরে আসার পর।

দক্ষিণ কোরিয়াঃ পাক গান হে

পাক গান হে ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম নেতা যাকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। মিস্ পাক ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। দুর্নীতির কেলেঙ্কারির কারণে মিস্ পাক ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন এবং তাকে কারাগারে যেতে হয়েছিল।

সাবেক প্রেসিডেন্ট পাক গান হে যে দুর্নীতির কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছিলেন তার সাথে স্যামসাং গ্রুপের উত্তরাধিকারীর সম্পৃক্ততা ছিল। ২০১৭ সালে তাকে অভিসংশিত করা হয়। এরপর ক্ষমতা অপব্যবহার এবং দীর্ঘদিনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু চই থায়ে মিনের কাছে গোপন নথি ফাঁসের দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। চই পার্কের সাথে তার যোগাযোগকে ব্যবহার করে ধনকুবেরদের চাঁদা দিতে বাধ্য করেছিলেন। তবে ২০২১ সালে মিস্ পাককে ক্ষমা করে দেন প্রেসিডেন্ট মুন জা ইন। পরে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান।

ফ্রান্স ঃ নিকোলাস সারকোজি

নিকোলাস সারকোজি ছিলেন ফ্রান্সের প্রথম নেতা যিনি দুর্নীতি মামলায় জেল খেটেছেন। ২০২১ সালে তিনি জেলে যান। একজন বিচারককে ঘুষ দেয়ার চেষ্টার অভিযোগে মিস্টার সারকোজির তিন বছরের কারাদণ্ড হয়। তবে তিনি আপিল করার পর দণ্ড স্থগিত হয়েছে। যদিও এই আপিল শুনানিতে অনেক বছর সময় লাগবে।

এর আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাকুয়াস শিরাক ২০১১ সালে দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তবে তাকে দু বছরের স্থগিত কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিলো।

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ জ্যাকব জুমা

সাবেক এই প্রেসিডেন্টকে পনের মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিলো দুর্নীতির একটি মামলার তদন্তে সহযোগিতা না করায়। তিনি নিজেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তবে সেটি হয়েছিলো গণবিক্ষোভের পর। সহিংস সে বিক্ষোভে তিনশর বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল। পরে তার বিরুদ্ধে আরও দুর্নীতি ও প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়। ক্ষমতায় থাকার সময় সংগঠিত অরাধের জন্য ৭০ বছর বয়সে জেলে যেতে হয়েছিল মিস্টার জুমাকে। তিনি ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন।

মালয়েশিয়া ঃ নাজিব রাজাক

মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দুর্নীতির কয়েকটি মামলার মধ্যে একটিতে বার বছরের জেল হয়েছে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের। মিস্টার রাজাক অবশ্য সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, তার আর্থিক উপদেষ্টারা তাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। তার বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ, অর্থ পাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহারের যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তাতে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলও করেছিলেন। কিন্তু আদালতে তার আপিল আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর অগাস্টে তিনি দণ্ড ভোগ করতে শুরু করেন।

ইসরায়েল ঃ এহুদ ওলমার্ট

প্রতারণার অভিযোগে দু'বছর তিন মাসের কারাদণ্ড হয়েছিলো এহুদ ওলমার্টের। এরপর ২০১৭ সালের শুরুর দিকে তিনি ছাড়া পান। রাজনীতি থেকে বিদায় নিলেও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুর সম্পর্কে একটি মন্তব্যের জের ধরে মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। মিস্টার নেতানিয়াহু নিজেও এখন ঘুষ, দুর্নীতির অভিযোগে বিচারের আওতায় রয়েছেন।

থাইল্যান্ড ঃ ইংলাক সিনাওয়াত্রা

ক্ষমতায় থাকার সময় চালে ভর্তুকির একটি দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ আনা হয়েছিলো থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইংলাক সিনাওয়াত্রার। ২০১৪ সালে তার সরকারকে উৎখাত করে সামরিক বাহিনী। এক বছর পরেই তাকে অভিশংসন করা হয় চালে দুর্নীতির অভিযোগ এনে। যদিও ইংলাক তার বিচারকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ২০১৭ সালের অগাস্টে তিনি গোপনে দেশ ছাড়েন। পরে তার অনুপস্থিতিতে তাকে পাঁচ বছরের জেল দেয়া হয়। ইংলাক ছিলেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার বোন। থাকসিনকে ২০০৬ সালে ক্ষমতা থেকে সরিয়েছিলো সামরিক বাহিনী।

বলিভিয়া ঃ জিনাইন আনেজ

প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসকে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাতের দায়ে দশ বছরের সাজা ভোগ করছেন জিনাইন আনেজ। ২০১৯ সালের নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে প্রতিবাদ বিক্ষোভের জের ধরে সামরিক বাহিনী প্রধান মিস্টার মোরালেসকে ক্ষমতা ছাড়তে অনুরোধ করলে জিনাইন আনেজ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মি. মোরালেস ক্ষমতা থেকে সরে যান ও দেশত্যাগ করেন। কিন্তু পরে তার দল নির্বাচনে জয়ী হলে তিনি আর্জেন্টিনা থেকে ফিরে এসে তার দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তার সহকর্মী লুইস আর্চ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আনেজ অবশ্য বারবারই বলে আসছেন যে তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার।